উপসংহার

উপসংহার

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুদীর্ঘ কবি জীবনে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য বাক্-প্রতিমা। আমরা 'উন্মেষ পর্ব' থেকে 'শেষ লেখা পর্ব' পর্যন্ত ৫২টি কাব্যের মোট ২৬৭১টি কবিতার সাক্ষাৎ পেয়েছি। তার মধ্যে লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ কবিতার সংখ্যা ৫৮৪টি অর্থাৎ প্রায় ২১.৮৬ শতাংশ।

আমরা পূর্বেই বলেছি, বাক্-প্রতিমা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কবি মানসের একটি মোটামুটি ধারণা করতে পারি। পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্গম হল মানুষের মন। আর সে মানুষ যদি কোন কবি হন, তাহলে তো কথাই নেই। "সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করে দেখালেন, কবিকর্মের মৌল রহস্যটি কবিজীবনের নানা অভিজ্ঞতার অতলেই নিমজ্জিত থাকে। ... মানবমনের নির্জ্ঞান অবদমিত কামনাবাসনাগুলি শিল্পকর্মেরও উৎস। সাহজিক প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজস্বীকৃতরূপে বিস্তীর্ণ করাটাই কবির আশু লক্ষ্য।" [১] অত্যন্ত বেশি সংবেদনশীলতার জন্য কবি মানসে কোন ঘটনা বা স্বপ্ন কিম্বা কোন বস্তুর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ প্রগাঢ় ছাপ ফেলে যায়। প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সমস্ত প্রকার ঘটনাই কবি মনে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন সাধারণ মানুষ আমাদের দৃশ্যমান জগতের অসংখ্য বস্তুরাজির বা ঘটনার দ্বারা যতটা আন্দোলিত হন, একজন কবি তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি আন্দোলিত হন। তার কারণ, যে কোন বস্তুর রূপাতীত রূপটিই কবির মানস নেত্রে প্রতিভাত হয়। তাই সাধারণ যে কোন মানুষের মানসিক গঠনের চেয়ে একজন কবির মানসিক গঠন অত্যন্ত বেশি রকমের জটিল। তাই সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষের মন, তার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু একজন কবি, তিনি যদি আবার রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল মাপের ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হন, তাহলে তাঁর মনের নাগাল পাওয়া প্রায় সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। বাক্-প্রতিমার বিশ্লেষণে এই সাধ্যাতীত কাজটিই সহজতর হয়ে পড়ে। কবির মন-জগতের বন্ধ দরজা সম্পূর্ণ রূপে না খুললেও, যতটুকু খোলে তার মাধ্যমে কবি মনের অন্দরমহল সম্পর্কে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। তাই আমরা যখন দেখি, কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সারা জীবনে রচিত, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্য-কবিতার প্রায় ২১.৮৬ শতাংশ কাব্য-কবিতায় লোকায়ত বাক্-প্রতিমা ব্যবহার করেছেন, তখন একথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না, যে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘটনা বহুল ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তিগত শোক-তাপ-উত্থান-পতন, উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমি যতই প্রভাব বিস্তার করুক, কবি মনকে যতই আলোড়িত করুক, কবিতা সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর মনভূমিতে প্রায় সময়েই দেখা দিয়েছে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা ধরনের বস্তু, ঘটনা, চরিত্র, রীতি-নীতি ইত্যাদি। পার্থিব এবং অপার্থিব নানান ঘটনা, অনুভূতি, বস্তু বা ব্যক্তি কবি মানসে পৌঁছালে—কবি মানসের অবচেতন স্তরে, তাঁর জাতিসত্তার সঙ্গে লীন হয়ে, সুপ্ত অবস্থায় সুদীর্ঘকালের যে সব চিন্তা ভাবনা কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হয়ে আছে প্রত্ন বাক্-প্রতিমা (Premordial image) রূপে, তা উদ্বোধিত হয়েছে। কবি কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঐ সব প্রত্ন বাক্-প্রতিমা জেগে ওঠে; কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আবেগে জারিত হয়ে তাদের গোত্রান্তর ঘটে—সৃষ্টি হয় লোকায়ত বাক্-প্রতিমা।

আলোচনার উপসংহারে তাই আমরা বলতে পারি, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-সৌধ মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকলেও এই দুই স্তম্ভের নীচে ছিল লোকায়ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মজবুত ভিত। জাতিসত্তার সঙ্গে লীন হয়ে থাকা প্রত্ন বাক্-প্রতিমাগুলি, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানব মনে উত্থিত চিন্তা-ভাবনাগুলিকে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত করে রেখেছিল, তাই ছিল এই ভিতের মূল শক্তি। শৈশব থেকে বালকত্বে উপনীত হওয়ার ক্রান্তিকালের দিনগুলি তাঁকে কাটাতে হয়েছিল 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র অধীনে। "ধনীর গৃহে শিশুদের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকে দাসদাসীদের উপর। ভৃত্যদের হেপাজতে তাহাদের মহলে বালকদের অধিকাংশ সময় কাটে। বাড়ির বাহির হওয়া নিষেধ, কর্তাদের আভিজাত্যে আঘাত লাগে; বাড়ির ভিতরেও যখন-তখন

১ 'কবিতা ও ব্যক্তিত্ব : একটি প্রেক্ষিত', লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি : মানস রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ-২২

যাওয়ার অনুমতি মিলে না—মেয়েদের আরামে ব্যাঘাত জন্মে।" [১] বাড়ির এই সব দাসদাসী ছিল লোকায়ত সমাজ থেকে সরাসরি উঠে আসা মানুষ। এই সব মানুষগুলোর আলোচনার বিষয় বস্তুই ছিল লোকায়ত বিশ্বাস সঞ্জাত ভূত-প্রেত-শাঁকচুন্নি-ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি সহ নানা রকমের লোককথা-উপকথা-রূপকথার কাহিনী এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী। কবি একস্থানে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন, "তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকী সুর, দড়াম্ করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সব চেয়ে ছিল বদ্‌মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘনপাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। ...সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়্‌সুড়্ করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁখে করে কলসী ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্টো দিকে।" [২] আর রাত্রে বাড়ির ভেতরে অন্দরমহলে ঘুমাবার সময় শুনতেন রূপকথার গল্প—"ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—'জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে" ... ...।[৩] ফলে অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দিন এবং রাত্রি কাটত লোকায়ত সমাজ থেকে উঠে আসা একদল মানুষের সংস্পর্শে। সুতরাং তাঁর জ্ঞান উন্মেষের প্রেক্ষাপটে ছিল 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র ভৃত্যদের কাছ থেকে শোনা[৪] রামায়ণ[৫]-মহাভারত[৬] প্রভৃতি লোককথা সম্ভূত ভারতীয় মহাকাব্যের কাহিনী সহ ঘুমাবার সময় মা, প্রবীণা আত্মীয় বা দাসীদের কাছে শোনা ছড়া-রূপকথা-লোককথা-উপকথার কাহিনীসমূহ—যাদের বিদ্যুৎ স্পর্শে শিশু কবির অবচেতন মনে জাতিসত্তার সঙ্গে লীন হয়ে থাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রত্ন বাক্-প্রতিমাগুলি সুষুপ্তি ত্যাগ করে, ধীরে ধীরে উদ্বোধিত হতে থাকে।

বিজ্ঞান বলে, মানুষের স্বভাব ও চরিত্র গঠনে, জিনের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবও অপরিসীম। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। জ্ঞান উন্মেষের সময়টিতে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলির (যেমন-ঈশ্বর, আবদুল মাঝি, ব্রজেশ্বর, পিয়ারী, শংকরী দাসী প্রভৃতি) মানসিক সাহচর্য, তাঁর মানসিকতাকে মাটি-মুখী করে তোলে। পরিবার পরিজন ও দাসদাসীদের কাছ থেকে তিনি যে সব রূপকথা-উপকথা-লোককথা, লোক-সঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া, কথকতা-মেয়েলি ব্রতকথার পরিচয় পেয়েছিলেন সেদিন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সব ছড়া, লোককথা প্রভৃতির প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় ছড়া ও রূপকথার অরূপরাজ্যে। রবীন্দ্রনাথ

---

১ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ-২৩

২ ছেলেবেলা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৯১, পৃ-১১-১২

৩ —ঐ— পৃ-২৭

৪ "ভৃত্যদের মধ্যে ঈশ্বর ছিল ভূতপূর্ব গ্রাম্য গুরুমহাশয়। ঈশ্বর প্রায়ই সন্ধ্যার পর বালকদিগকে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনাইত।"—রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ-২৯-৩০

৫ "ভারতবর্ষের আদি লিখিত মহাকাব্য রামায়ণের মূল ভিত্তিই হল লৌকিক কাহিনী। সুতরাং রামায়ণের সমস্ত অবয়ব জুড়েই রয়েছে লোক-উপাখ্যান।"—লোককথার ঐতিহ্য ঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-১৬

৬ "মহাভারতের কাহিনী বেদব্যাসের কবি-কল্পনা নয়, সমাজে আগে থেকেই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। লোকসমাজের লোককথা গাথা- কিংবদন্তি-পুরাবৃত্ত একত্রিত করে বেদব্যাস নিজের কবিমন ও বৈদগ্ধ্য যুক্ত করে অনন্য কাব্য-ইতিহাস মহাভারত রচনা করলেন।"——ঐ—পৃ-২৮

ছড়ার রসকে বাল্যরস আখ্যা দান করিয়াছেন। ছড়ার অসমছন্দের অর্থহীন শব্দঝংকার শিশুর চিত্তে যে-দোলা দেয়, রূপকথার তেপান্তরের মাঠের মোহন ছবি শিশুর শিক্ষা-অপটু মনকে যে-স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়, তাহার সহিত পর যুগে আহৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের আদৌ তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কল্পনাপ্রিয় ও ভাবপ্রবণ শিশুর মনে ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার কাহিনী যে-তরঙ্গ সৃষ্টি করিত তাহার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি রবীন্দ্রসাহিত্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে। শিশুকবি শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ লইয়াছিলেন একটি ছড়ার ছন্দ হইতে; গুরুমহাশয়ের নিকট ঘন্টা ধরিয়া বই লইয়া এ শিক্ষা পাওয়া যায় নাই।" [১] আর রূপকথার বিষয়ে স্বয়ং কবি যা বলেছেন, তা হল, "রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখোশপরা মিথ্যা। .....শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি, তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটা কোন্‌টুকু।" [২] আর "দেশী গান, নানা লোকের মুখ হইতে শোনা—দাসদাসী কর্মচারী ভিখারী-বাউল মাঝি-মাল্লার গান। এইসব বিচিত্র সুরতরঙ্গ বালককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত।" [৩] বলা বাহুল্য, এই সব 'দেশী গান' অর্থাৎ লোকায়ত সংগীত, শিশু কবির সঙ্গে মাটির সম্পর্ককেই ঘনিষ্ঠতর করে তুলছিল।

আর শিক্ষা-জীবনের প্রথম দিকে, বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার বাইরের যে সব বই-এর প্রতি বালক রবীন্দ্রনাথের প্রবল আকর্ষণ ছিল, যে সব বই বালক রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল, সেগুলি হল "মৎস্যনারীর কথা, সুশীলার উপাখ্যান ও রবিন্সন্ ক্রুসোর কথা। শেষোক্ত বইখানি সম্বন্ধে তিনি জীবনস্মৃতির খসড়ায় উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ছিন্নপত্রাবলীতেও (১২১) উল্লেখ আছে।" [৪] পরবর্তীকালে কবি একস্থানে মন্তব্য করেছেন, "কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, একত্রে বাঁধানো বিবিধার্থ সংগ্রহ, আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, বাংলা রবিন্সন্ ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন-চরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম।" [৫] কবি আরও বলছেন, "ছেলেবেলায় যদি আরব্য উপন্যাস রবিন্সন্ ক্রুসো না পড়তুম, না শুনতুম, তা হলে...ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তরের দূরদৃশ্য দেখে ঠিক এমনভাব মনে উদয় হত না...।" [৬] এবং "ছেলেবেলায় রবিন্সন্ ক্রুসো পৌলভর্জিনী প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত...।" [৭]

এই পর্বে এই ভাবেই পুঁথিগত ভাবে প্রকৃতি-সহ লোকায়ত জীবনের নানান আধারের সঙ্গে কবির পরিচয় হচ্ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, যা আসলে দেশীয় জন-কৃতির প্রতি অনুরাগেরই নামান্তর এবং তা তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসাবেই প্রাপ্তি। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন—"...আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং

---

১ শিক্ষাকাল, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৯, পৃ-২৮

২ অসম্ভব গল্প, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ-২৭০

৩ আর্টের আবহাওয়া, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৪০৯, পৃ-২৮

৪ শিক্ষাকাল—ঐ— পৃ-৩৪

৫ বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা, বৈশাখ ১৩০১, পৃ-৫৪০

৬ ছিন্নপত্রাবলী ৫৮, ২১ জুন ১৮৯২

৭ ছিন্নপত্রাবলী ৭০, ২০ অগষ্ট ১৮৯২

দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"[১]

জীবনস্মৃতি ে কে আমরাথআরও জানতে পারি, ঠাকুর পরিবারের সক্রিয় সহায়তায় কিভাবে হিন্দুমেলার সৃষ্টি হয়েছিল। আর মাননীয় বিনয় ঘোষ মহাশয় যথার্থই বলেছেন, "ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথম স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে উপলব্ধির চেষ্টা হিন্দুমেলা থেকেই হয়। মেলায় দেশের স্তবগান দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করা হত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হত। গণেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের যুবকেরা হিন্দুমেলার উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রাণমন সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রন'থের কিশোর-চিত্তকে গভীরভাবে আন্দোলিত করার পক্ষে এই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাববান্ ছিল বলা চলে। ... দেশাত্মবোধের এই মাদকতার মধ্যে রবীন্দ্রমানস পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিল বলেই তা অত সহজে দেশের মাটির ও জনমনের গভীরে পর্যন্ত শিকড় ছড়াতে পেরেছিল। তা যদি না পারত, এবং প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়ে ঐশ্বর্যবিলাসে অথবা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার দিক্‌শূন্য পশ্চাদনুসরণে যদি তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন, তাহলে অন্তরের সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়ে বাংলার বিলীয়মান সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জনকৃতির লুপ্তরত্নোদ্ধারে যৌবনকাল থেকেই আত্মনিয়োগ করতে পারতেন না। তা যদি না পারতেন তাহলে রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রসংগীত (এবং বোধ হয় রবীন্দ্রচিত্রকলাও, কারণ তার মধ্যে জাত-লোকশিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা, abstraction ও stylisation-এরই অভিব্যক্তি দেখা যায়) কৃত্রিম কাগজের ফুলের মতন বর্ণসমারোহের জাদুজাল বিস্তার করত শুধু, মোহিত করত, ধাঁধিয়ে দিত, কিন্তু বর্ণগন্ধের রূপরসের স্বাভাবিক সমন্বয়ে প্রাণমন মাতিয়ে তুলতে পারত না, আমাদের ভিতরের সুপ্ত বোধবুদ্ধিও জাগাতে পারত না।"[২]

এভাবেই যৌবনের শুরু থেকেই, দেশজ সংস্কৃতি, প্রাকৃতজনের ঐতিহ্য, ভাব ও ভাষা, কীর্তি-কাহিনী এবং শিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। ১৮৯১ সাল থেকে স্থায়ী ভাবে শিলাইদহ অঞ্চলে বাসবাস শুরু হলে 'নীহারিকারূপী' মানুষ ও দেশজ সংস্কৃতি তাঁর কাছে ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী ক্ষেত্রে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯০১ সাল) করে বসবাস শুরু করলে লোকায়ত সমাজ ও জীবন প্রবাহ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে—পূর্ণাবয়ব মূর্তি পরিগ্রহ করে তা হয়ে উঠল তাঁর আপন মনের দোসর। সমাজ ও পরিবেশের এই প্রভাব—তাঁর অবচেতনায় সুপ্ত, জাতিসত্তার সঙ্গে লীন হয়ে থাকা সুদীর্ঘকালের চিন্তা-ভাবনাকে উদ্বোধিত করে এবং গোত্রান্তর ঘটিয়ে, সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম দিতে থাকে লোকায়ত বাক্-প্রতিমার। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও কবিতায় বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে নানা ধরনের ও নানা রূপের লোকায়ত বস্তু বা উপাদান, নানা ধরনের লোকায়ত বাক্-প্রতিমা, যাদের মধ্য দিয়ে কবিগুরু আজীবন ইন্দ্রিয়বেদী করে তুলেছেন তাঁর গগনচুম্বী ভাবরাশি, শুনেছেন 'সীমার মাঝে' অসীমের সুর।

আমরা 'কবি কাহিনী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত মোট ৫২টি কাব্যগ্রন্থ পেয়েছি এবং ঐ ৫২টি কাব্যগ্রন্থই লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ১০০ শতাংশ এবং ৫২টি কাব্যগ্রন্থের মোট ২৬৭৪-টি কবিতা লক্ষ্য করে দেখেছি, এই কবিতাগুলির মধ্যে ৫৮৪-টি কবিতা অর্থাৎ প্রায়

১ স্বাদেশিকতা, জীবনস্মৃতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণ, ১৩৮০ ব., পৃ—৮৬-৮৭

২ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি ঃ বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রায়ণ (দ্বিতীয় খণ্ড)—পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত, বাক্-সাহিত্য, ১৩৬৮ ব., পৃ-৬৪-৬৫

২১.৮৩ শতাংশ কবিতাই লোকায়ত বাক্-প্রতিমায় সমৃদ্ধ। 'কবি কাহিনী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত আমরা তাঁর কাব্য ধারাকে যে সাতটি পর্ব এবং তিনটি উপপর্বে ভাগ করেছি, তাতে এমন কোন পর্ব বা উপপর্ব আমরা পাইনি, যা লোকায়ত বাক্-প্রতিমা বিহীন। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বললে বলা যায়, তাঁর রচিত মোট ৫২টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এমন একটি কাব্যগ্রন্থও নেই, যাতে লোকায়ত বাক্-প্রতিমা নেই। আমরা বিভিন্ন পর্ব ও উপপর্বে আলোচ্য কবিতার সংখ্যা ও প্রাপ্ত লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ কবিতার সংখ্যা সহ শতকরা হিসাব যদি দেখি, তবে দেখবো—

পর্ব/ উপপর্ব সংখ্যা	পর্ব / উপপর্ব	কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা	মোট কবিতা প	লোকা প বাক্প্রতিমা সমৃদ্ধ কবিতা	দ্ধ য প শতকরা	দ্ধ.
১	উন্মেষ পর্ব	০৩	০২০	০৯	৪৫	
২	বিকাশ পর্ব	০৫	২০১	৫৯	২৯.৩	
৩	ঐশ্বর্য পর্ব	০৬	৩৩৫	৬২	১৮.৫	
৪	অন্তর্বর্তী পর্ব	০৩*	১৪৯	২৭	১৮.১	
৫	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	০৮	৬৮০	১০১	১৪.৮	
৬	বলাকা পর্ব	০৮	৫৪২	১২৭	২৩.৪	
৭	শেষ লেখা পর্ব	১৯	৭৪৭	১৯৯	২৬.৩	
ক	গদ্য কবিতা উপপর্ব	(০৬)	(২৫৭)	(৯৭)	(৩৭.১)	
খ	ছড়ার ছবি উপপর্ব	(০৮)	(৩৫৫)	(৭৩)	(২০.৫)	
গ	শেষ লেখা উপপর্ব	(০৫)	(১৩৫)	(২৯)	(২১.৪)	
		৫২	২৬৭৪	৫৮৪	২১.৮৩	

□ তালিকা-১ □

বিস্ময়কর ঘটনা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই ৫২টি কাব্যগ্রন্থের এমন একটিও কাব্যগ্রন্থ নেই, যা লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ নয়।

উন্মেষ পর্বে (১৮৭৮-১৮৮১ খ্রীঃ) আমরা আলোচনা করেছি কবির যৌবনের শুরুতে লেখা তিনটি কাব্যগ্রন্থ— **'কবি-কাহিনী'** (১৮৭৮), **'বন-ফুল'** (১৮৮০) ও **'শৈশবসঙ্গীত'** (১৮৮৪)[১]। যৌবনের প্রারম্ভে কবি-হৃদয়ের প্রবল বিরহ বেদনাই প্রাধান্য লাভ করেছে এই পর্বে। এই পর্বের "অধিকাংশ কাব্যই রোমান্টিক, গীতিধর্মী ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ আখ্যান-কাব্য; সে আখ্যান প্রায়ই ব্যর্থ প্রেমে পরিণত হয়েছে এবং সে ব্যর্থ প্রেমের নায়ক হচ্ছেন একজন কবি। এই কবির মধ্যে দিয়ে আমাদের কিশোর কবি অপরিণত বয়সের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি কামনা করেছেন।"[২] এই পর্বের প্রথম দুটি কাব্য-কাহিনী সহ তৃতীয় কাব্যগ্রন্থটির পাঁচটি গাথা এবং তেরোটি কবিতা অর্থাৎ মোট কুড়িটি

---

* 'কথা' ও 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ দুটিকে একত্রিত ধরে।

১ এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের (মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-এর ১৯৯০ সালের সংস্করণে) পৃ-৪৭০-এ জানাচ্ছেন, "শৈশব-সঙ্গীত" ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হলেও এর আগে রচিত অনেক কবিতা এতে স্থান পেয়েছে।"

২ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ-৪৭০

গাথা কবিতার নয়টির মধ্যে অর্থাৎ ৪৫ শতাংশ কবিতায় আমরা লোকায়ত বাক্-প্রতিমার সন্ধান পেয়েছি। রোমান্টিক বিষন্নতা ও বিরহের তাপে বিদগ্ধ দিনগুলির আবেগকে কবি ইন্দ্রিয়বেদী করে তুলেছেন বিভিন্ন ধরনের লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সৃষ্টি করে।

বিকাশ পর্বে (১৮৮২-১৮৮৬ খ্রীঃ) কবির পঁচিশতম বৎসর পর্যন্ত লেখা পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ—**'সন্ধ্যাসঙ্গীত'** (১৮৮২), **'প্রভাত সঙ্গীত'** (১৮৮৩), **'ছবি ও গান'** (১৮৮৪), **'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'** (১৮৮৪) এবং **'কড়ি ও কোমল'** (১৮৮৬) আলোচিত হয়েছে। এই পর্বে কবি সর্বপ্রথম পরানুকরণ বর্জন করে স্বকীয়তা দেখালেন। এই পর্বে কবি, রোমান্টিক বিষণ্ণতা ও অন্তর্মুখীনতার পাশাপাশি 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিজেকে মধুময় পৃথিবীর মধ্যে বিম্বিত করার প্রচণ্ড আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জগতের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের হাসি অশ্রুময় ঘটনার মধ্যে কবি নিজেকে অনুভব করলেন। আবার কিছুকালের জন্য সুইনবার্নসুলভ ইন্দ্রিয়পরবশতাও দেখালেন এই পর্বের শেষের দিকে। "এই পর্বে তিনি অস্ফুটভাব ও তরল আবেগের পিচ্ছিল পথ ছেড়ে দিয়ে স্বকীয় ভাব-ভাবনার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হলেন। ... 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' অকারণ বিষণ্ণতা, সঙ্কীর্ণতর চেতনার বেদনা এবং আপনার মধ্যে আপনি গুটিয়ে থাকার বিড়ম্বনা যে রোমান্টিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, তা কিছু পরিমাণে চিরাচরিত রোমান্টিক হাহুতাশেরই অঙ্গীভূত। এই যে চেতনার সীমাবদ্ধতা, এ প্রথম বিশালতর প্রাঙ্গনে মুক্তিলাভ করল 'প্রভাত-সঙ্গীতে'। ... 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবিহৃদয় অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল... 'প্রভাত সঙ্গীতে' তিনি হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। ... প্রেম ও আনন্দ—যা রবীন্দ্র-কবিভাবনাকে একটা বিচিত্র ঐশ্বর্য ও অভাবনীয় সার্থকতার পথে প্রেরণ করেছে, তার প্রথম সূচনা 'প্রভাতসঙ্গীতে'।... 'ছবি ও গানে'... 'প্রতিদিনের জীবনের ছোটখাট ছবি গানের সুরে বেজে উঠল। কবিদৃষ্টি ক্রমেই মৃত্তিকার বুকে নেমে আসছে, 'ছবি ও গান' থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।... কিন্তু ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত... 'কড়ি ও কোমলে'ই রবীন্দ্র-কবিজীবনের প্রথম পরিপক্কতা লক্ষ্য করা যাবে। এই কাব্যে ... জগতের সৌন্দর্যকে দস্যুর মতো লুঠ করে নিয়ে যৌবনের মাদকরসে মত্ত হয়ে কবি মর্ত্যধরিত্রীর আর একটি মোহময় রূপ আবিষ্কার করলেন। জগতের প্রতি আসক্তি, নারীরূপের প্রতি উত্তপ্ত কামনার দিব্যরাগ ইত্যাদি অভিনব ব্যাপার—যাকে খানিকটা সুইনবার্নসুলভ ইন্দ্রিয়পরবশ বলে মনে হয়, সেগুলি নিটোল সনেটের মধ্যে মর্ত্যের রস সৃষ্টি করল।" [১] সুতরাং এইসব রোমান্টিকতা, বিষন্নতা, অন্তর্মুখীনতা ও তার থেকে মুক্তি কিম্বা জগতের সুখ-দুঃখের ছোটোখাটো ছবি অথবা নারী সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ—এই পর্বের কাব্যধারার মূল সুর। আর তা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি যে কবিতাগুলি (২০১ টি) লিখেছেন, তার ৫৯ টি অর্থাৎ প্রায় ২৯.৩ শতাংশই লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ।

ঐশ্বর্য পর্বে (১৮৮৭-১৮৯৯ খ্রীঃ) কবির আটত্রিশতম বৎসর পর্যন্ত লেখা ছয়টি কাব্যগ্রন্থ **'মানসী'** (১৮৯০), **'সোনার তরী'** (১৮৯৪), **'নদী'** (১৮৯৬), **'চিত্রা'** (১৮৯৬), **'চৈতালি'** (১৮৯৬) ও **'কণিকা'** (১৮৯৯) আলোচিত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে কবি অসীম থেকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন নারী শরীরের সৌন্দর্যের উত্তপ্ত জয়গানের মাধ্যমে। এই পর্বে তার থেকে মুক্তি ঘটল তাঁর। তিনি দৈহিক সৌন্দর্যের সংকীর্ণ সীমা পার হয়ে, প্রবেশ করলেন মন-জগতে। 'মানসী'তে ভাষা ও ছন্দোবন্ধের উপর কবির আধিপত্য ঘোষিত হল। 'সোনার তরী'তে কবির বিশেষ ধরনের ভাবানুভূতির উপর আধিপত্যের ইঙ্গিত প্রকাশ পেল। নিসর্গ প্রকৃতির জড়ত্ব ঘুচালেন কবি। বিমূর্ত প্রেম মানবিক প্রতীকে প্রতীকায়িত হল। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে কবির ব্যক্তিগত ভাবানুসঙ্গ জগৎ ও জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। কবি সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে বিচিত্ররূপিণী মানসসুন্দরীকে অনুভব করলেন—ভিতর-বাহিরের অদ্বয় সম্পর্কটি উদ্ভাসিত হল এই সময়। 'কড়ি ও কোমলে' কবিচিত্ত পার্থিব চেতনার উত্তাপের মধ্যে যেন শান্তি পাচ্ছিল না, 'মানসী'র মধ্যেও ঐ ধরনের অশান্তি, দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে। প্রেম ও প্রকৃতি—'মানসী'র এই দুটো প্রধান সুরের মধ্যেই সেই সংশয় ঘনায়িত হয়েছে। দেহ ও আত্মার অদ্বয় সম্পর্ক সম্বন্ধে এখনও তিনি পূর্ণতর চেতনার সাক্ষাৎ পাননি, প্রেমকে দেহচেতনার অঙ্গীভূত করে

১ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ-৪৭১-৪৭২

দেখছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁর মানসিক বিক্ষোভ। ... 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত ক্রমে স্থৈর্যের সন্ধান পেল, অশান্ত বিক্ষোভ অনেকটা দূর হল। ... এ কাব্যে নিসর্গের অপূর্ব মাধুরী ব্যক্তিমানসের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল, ... এই কাব্য থেকেই মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্বের প্রথম পুরো রূপটি চোখে পড়ল। প্রেমকে একটি নির্বস্তুক ভাবস্বরূপ না দেখে তাকে তিনি মানবিক প্রতীকরূপে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করলেন। ... এ-কাব্যে কবির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সঙ্গে মিলনের সূত্রপাত হয়েছে—এটাই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ... 'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পরিণত মনের কাব্য, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, বিশ্বসাহিত্যেও এর স্থান অস্বীকার করা যায় না। ... এতে মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব একটা পরিপূর্ণ সমন্বয় ও ঐক্যের মধ্যে মিলিত হয়েছে— ... এর মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করলেন তাঁর ছোট সত্তার সঙ্গে একটি বড়ো সত্তার নিত্যই মিলনলীলা চলেছে। তাকে তিনি কখনও অন্তর্যামী, কখনও মানসসুন্দরী, কখনও লীলাসঙ্গিনী ('পূরবী') কখনও বা জীবনদেবতা বলেছেন। ... 'চিত্রা' কাব্যে বাইরের সঙ্গে অন্তরের, সীমার সঙ্গে সীমাতীতের, বিচিত্রের সঙ্গে ঐক্যের এমন নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের অন্য কাব্যেও বড়ো একটা দেখা যায় না।" [১] আর 'চৈতালি'তে "পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দ, ঐশ্বর্য, খন্ড ও প্রত্যহকে অখন্ড অনন্তের সঙ্গে গেঁথে তুলবার ইচ্ছা এবং প্রাচীন ও পুরাতন ভারতবর্ষের মধ্যে মানসপরিক্রমা—গাঢ়বন্ধ সনেটের মধ্যে চমৎকার ফুটেছে।" [২] এই পর্বেব নানা মাত্রা ও ভাবের কবিতার বৈচিত্র্যময় সুরগুলি পরিস্ফুট করে তোলার জন্য এই পর্বের ৬টি কাব্যের ৩৩৫টি কবিতার মধ্যে ৬২টি কবিতায় অর্থাৎ প্রায় ১৮.৫ শতাংশ কবিতায় কবি লোকায়ত বাক্-প্রতিমা ব্যবহার করেছেন।

অন্তর্বর্তী পর্বের (১৯০০ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা তিন—**'কথা'** (১৯০০), **'কল্পনা'** (১৯০০) ও **'ক্ষণিকা'** (১৯০০)। কবির ঊনচল্লিশতম বৎসরে রচিত কাব্যগুলি এই পর্বে আলোচিত হয়েছে। 'ক্ষণিকা' ছাড়া বাকি তিনটি কাব্যে রোমান্টিক কবি, প্রাচীন ভারত ভূমিতে পদ চারণা করেছেন। 'ক্ষণিকা'র সুর লঘু—লঘু ছন্দে হাল্‌কা রীতির বাগ্‌বিন্যাসে কবি ক্ষণ মুহূর্তকে চিরন্তনের ছোঁয়া লাগিয়েছেন। আর এই অতীত পরিক্রমা বা লঘু ছন্দে জীবনকে ছোঁয়ার সময়েও কবি ব্যবহার করেছেন লোকায়ত বাক্-প্রতিমা। তাই এই পর্বের তিনটি কাব্যগ্রন্থের ১৪৯টি কবিতার মধ্যে ২৭টি অর্থাৎ প্রায় ১৮.১ শতাংশ কবিতাই লোকায়ত বাক্-প্রতিমায় সমৃদ্ধ।

আত্ম-অন্বেষণ পর্বে (১৯০১-১৯১৫খ্রীঃ) আলোচিত হয়েছে কবির চুয়ান্নতম বৎসর পর্যন্ত লিখিত ৮টি কাব্যগ্রন্থ—**'নৈবেদ্য'** (১৯০১), **'স্মরণ'** (১৯০৩-০৪), **'শিশু'** (১৯০৯), **'উৎসর্গ'** (১৯১৪), **'খেয়া'** (১৯০৬), **'গীতাঞ্জলি'** (১৯১০), **'গীতিমাল্য'** (১৯১৪) ও **'গীতালি'** (১৯১৪)। বিগত পর্বে বেশ কিছু সময় কবি ছিলেন অতীতচারী—'অনাদি অতীত'কে বাঙ্‌ময় করতে চেয়েছিলেন। আর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে কবি বর্তমানের দেশ ও কালের প্রতি দৃষ্টি ফেরালেন। "ক্ষণিকা হইতে নৈবেদ্যর ব্যবধানকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা আকস্মিক ও সুদূর বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে সেরূপ হইবে না। ক্ষণিকায় কবি জীবনদেবতার নিকট যৌবনের শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, আর এখন জীবননাথের জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত। পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মগত সংস্কারের ফলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ভগবদ্‌ভক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল; নৈবেদ্য সেই সাধারণ সরল বিশ্বাস-ভক্তি-প্রণোদিত কাব্য।" [৩] এর সঙ্গে "সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দেশের ভোগলোলুপ সভ্যতাকে সুকঠোর সমালোচনা করে এবং তদানীন্তন ভারতের জড়ত্বের দাসত্বকে নিন্দা করে তিনি এমন কয়েকটি সনেট লেখেন যাতে তিনি আর শুধু কবিমাত্র রইলেন না, দেশের 'প্রফেট'-রূপে দেখা দিলেন।" [৪] ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী ও ক'য়েকজন পুত্র-কন্যার মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর বেদনা 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের উৎস। "স্ত্রীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে-আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহার

---

১ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ-৪৭৩-৪৭৪

২ —ঐ—পৃ-৪৭৪

৩ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৯৫, পৃ-১২

৪ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ-৪৭৫

একমাত্র প্রকাশ এই 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ।"[১] আর মাতৃহারা সন্তানদের উপলক্ষ্য করে রচিত হল 'শিশু'। এ কাব্য প্রসঙ্গে কবি লিখছেন, 'আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়ছে।"[২] এদিকে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে উত্তাল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মাথা চাড়া দিয়েছে প্রবল ভাবে। ব্যক্তিগত জীবনের শোকতাপ-জনিত অস্থিরতা আর সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের এই অস্থিরতা কবিকে বিপর্যস্ত করে তুলল। "এবার 'চিত্রা'-'কল্পনার' জগৎ ছেড়ে নতুন জগতের দিকে তিনি খেয়া নৌকা ভাসালেন—"[৩] সে জগৎ গীতাঞ্জলির জগৎ—রূপ থেকে রূপাতীতের জগতে কবির অভিসার শুরু হল—"খেয়া নৌকা যেমন একঘাট থেকে অপরঘাটে পাড়ি দেয়, তেমনি কবিও প্রেম-সৌন্দর্যের জগৎ ছেড়ে ভক্তি ও অধ্যাত্ম সাধনার জ্যোতির্ময়লোকে যাত্রা করলেন"[৪] খেয়া কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। সেই জ্যোতির্ময়লোকে কবি "অন্তরদেবতাকে" প্রভুরূপে, "প্রিয়রূপে, সখারূপে, প্রাণেশরূপে"[৫] অনুভব করতে লাগলেন। "খেয়ায় কবির অন্তরতম অনুভূতি রূপকে চিত্রে ছন্দে অকল্পিত সৌন্দর্যে বিশুদ্ধ কবিতা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার অন্তরালে, গভীর আধ্যাত্মিক জীবন-বস্তুর যে অদৃশ্য প্রবাহ নিত্য চলিয়াছে, তাহারই কাব্যময় প্রকাশ হইতেছে এই কবিতাগুলি। প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক আকূতি রূপকের অন্তরালে অতুলনীয় লিরিসিজমের মধ্যে রূপ লইয়াছে।"[৬] 'গীতাঞ্জলি' পর্বে অহম্ বোধ কিছুতেই যেন কাটতে চায় না। মাথা নত হতে চায় না অন্তরদেবতা—ঈশ্বরের চরণ ধূলার তলে। তাই 'গীতাঞ্জলি' "অশ্রুনিষিক্ত বিরহের রসে আর্দ্র।"[৭] "গীতাঞ্জলির গানে ও কবিতায় স্পষ্টভাবেই ঈশ্বর প্রিয়তম রূপে আহূত হইয়াছেন। ঈশ্বর হইতে আমরা যে বি-ভক্ত এই বিরহের বেদনাই গীতাঞ্জলির প্রধানতম সুর।"[৮] কবির দেবতা দেখা দিলেন পরম প্রেমিকের বেশে। "উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় লীলারসের আসক্তি ফুটিয়া উঠিল।"[৯] "কিন্তু 'গীতালি'তে আবার 'গীতাঞ্জলি'র তত্ত্বপ্রাধান্য ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রজীবনের একটা বড় অংশ অধ্যাত্মপিপাসা। মহর্ষির সান্নিধ্যে ও ঔপনিষদিক তত্ত্বরসে নিষ্ণাত হইয়া এবং বাংলার বৈষ্ণবকাব্য ও অন্যান্য প্রদেশের সাধুসন্তদের ভক্তিরসে অবগাহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে এই তিনখানি গীতিগুচ্ছ রচনা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?"[১০] আশ্চর্য এই যে, আত্ম-জিজ্ঞাসার, আত্ম-অন্বেষণের, অধ্যাত্ম-পিপাসার এই পর্বেও কবি বিরত হন নি লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সৃষ্টিতে। অসীম অরূপের সুর সাধনা করতে গিয়ে, কবি বিস্মৃত হন নি মাটির ঘ্রাণ সমৃদ্ধ লোকায়ত বাক্-প্রতিমা—এর সাহায্যে কবি উন্মোচিত করেছেন, তাঁর অন্তরের গভীরতম অনুভূতি ও উপলব্ধি। তাই এই পর্বে কবির ৮টি কাব্যগ্রন্থের ৬৮০টি কবিতার মধ্যে ১০১টি অর্থাৎ প্রায় ১৪.৮ শতাংশ কবিতাই লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ।

বলাকা পর্বে (১৯১৬—১৯৩২ খ্রীঃ) আলোচিত হয়েছে **'বলাকা'** (১৯১৬), **'পলাতকা'** (১৯১৮), **'শিশু**

---

১ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৯৫, পৃ-৫৯

২ পত্রাবলী, ১৫ শ্রাবণ, ১৩১০, বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ ফাল্গুন ১৩৪৯, পৃ-৫২৯

৩ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০ পৃ-৪৭৬

৪ —ঐ—

৫ ঐ—পৃ-৪৭৭

৬ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ, ১৩৯৫; পৃ-১৮৯

৭ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ সংস্করণ (১৯৮৮), পৃ-১৫৪

৮ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ, ১৩৯৫; পৃ-১৮৮

৯ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ সংস্করণ (১৯৮৮), পৃ-১৫৫

১০ —ঐ—

ভোলানাথ' (১৯২২), 'পূরবী' (১৯২৫), 'লেখন' (১৯২৭), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'বনবাণী' (১৯৩১) এবং 'পরিশেষ' (১৯৩২) শীর্ষক আটটি কাব্যগ্রন্থ। কবির জীবনের পঞ্চান্ন থেকে একাত্তরতম বৎসরের ফসল এগুলি। আত্ম-অন্বেষণ পর্বে বহির্জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যে আত্ম-কেন্দ্রিকতা, রূপের জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে রূপাতীতের জগতে যে বিচরণ, এই পর্বে তা উধাও হয়ে গেল। "এই সময় তিনি পাশ্চাত্ত্য জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। য়ুরোপে তখন সর্বনাশা যুদ্ধ ও মৃত্যুর প্রভাবে মানবচিত্ত ব্যথিত ও ক্লিষ্ট। ফরাসী দার্শনিক আঁরি বার্গসঁ-এর Elan Vital বা ক্রমবিকাশশীল গতিতত্ত্ব য়ুরোপে দার্শনিক ও শিল্পীমহলে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে। এই মতবাদের অর্থ—অনন্ত, অবারিত, অপরিণামী গতিপ্রবাহই সৃষ্টি; থামিয়া থাকার নাম মৃত্যু, 'অকারণ অবারণ চলা'ই জীবন, অনন্ত গতিই একমাত্র সত্য। এই গতিবাদ একটা দার্শনিক তত্ত্বমাত্র; কবি কিন্তু তাঁহার অন্তরে এই তত্ত্বের আঘাতে একটা বড়ো কাব্যসত্য লাভ করিলেন। ... সমস্ত সৃষ্টি অনন্ত অভিসারে ছুটিয়াছে। ... কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, 'বলাকা' কাব্যে যেমন উদ্দাম গতিবেগ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তেমনি এই কাব্যের শেষের দিকে তাঁহার আস্তিক্যবাদী মন বিদ্রোহী হইয়াছে। জগতের সমস্তই পরিণামহীন বিকাশের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, পৃথিবীর কিছুই স্থিতিশীল নয়, কিছুই থাকিবে না,—ভারতীয় তত্ত্বরসে লালিত রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এই বৈজ্ঞানিক গতিবাদ পুরাপুরি মানিতে পারেন নাই, "এ দুয়ের মাঝে তবু আছে কোন মিল।" গতি ও স্থিতির মধ্যে তিনি একটা সমন্বয়ের রেখা আবিষ্কার করিলেন গতি ও বিকাশের মধ্য দিয়া জীবন পূর্ণতর সত্যের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেছে—এই আশ্বাসবাণী 'বলাকা' কাব্যের অন্তিমে একটা জ্যোতির্ময় স্থির বিন্দুর মতো বিরাজ করিয়াছে।" [১] 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে বলাকার গতিতত্ত্ব একটু অন্য ভাবে দেখা গেল। "পলাতকা' গল্পধর্মী কাব্য—থাকিয়া থাকিয়া গল্প বলিবার যে-আবেগ কবির সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে—'পলাতকা' তাহারই অন্যতম প্রকাশ।" [২] আর "আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই [৪ মাস পরে] 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। ... দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশু-লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।" [৩] 'শিশু ভোলানাথে'র পরবর্তী কাব্য 'পূরবী'তে "কবি আবার 'লীলাসঙ্গিনী'র হাতছানি লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু তখন যৌবনের কিংশুক-মঞ্জরী ঝরিয়া পড়িয়াছে, রবির ছন্দে পূরবীর বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হইয়াছে।" [৪] 'পূরবী' এই ভাব গম্ভীরতাতেই পরিপূর্ণ। 'পূরবী'র মতো 'মহুয়া'তেও কবি বর্ণময় যৌবনের সবটুকু আবেগ, সবটুকু আসক্তি ঢেলে দিয়ে, নির্মোহ বৈরাগীর গেরুয়া উত্তরীয় ধারণ করে বেলা শেষের জগতে অবতীর্ণ হলেন। প্রসঙ্গত একথা মনে রাখা দরকার যে, "মহুয়া কাব্যের পাঠপরিচয়ে সম্পাদক বলিয়াছেন যে ভাবের মিল হিসাবে 'শেষের কবিতা'র কবিতাগুলি মহুয়ায় ছাপা হইয়াছে; আমরা বলি এই উপন্যাসের কবিতাগুলির অনিবার্য পরিণতি মহুয়ার কবিতাগুচ্ছ। শেষের কবিতা গদ্যকাব্যের কবিতাময় রূপ হইতেছে মহুয়া, যেমন 'যাত্রী'র কাব্যময় রূপ দেখিতে পাই 'পূরবী'র মধ্যে।" [৫] আবার 'বনবাণী'র ভূমিকায় কবি লিখছেন, "আমার

১ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫ (ইং ১৯৮৮) পৃ-১৫৬

২ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ তৃতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ-১১৭-১১৮;

৩ —ঐ—পৃ-১১৯

৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫ (ইং ১৯৮৮), পৃ-১৫৬-১৫৭

৫ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ তৃতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ-৩৭৫

ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।"[১] আর "সত্তর বৎসর পার হইয়া কবি ভাবিতেছেন তাঁহার জীবন কাব্যসৃষ্টির অন্তে উপনীত হইয়াছে—তাই কাব্যখণ্ডের নাম দেন 'পরিশেষ'।"[২]

আত্ম-অন্বেষণ পর্বের পরবর্তী সুদীর্ঘ এই 'বলাকা পর্বে' কবির কাব্যধারা প্রবাহিত হয়েছে নানা খাতে। 'বলাকা' কাব্যে যেমন উদ্দাম গতিবেগ এই কাব্যের মূল সুর হয়ে উঠেছে, 'পলাতকা' কাব্যে তেমনি থেকে থেকে গল্প বলার আবেগ কাজ করেছে। 'আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে' এসে কবি শিশু লীলার তরঙ্গের মধ্যে সাঁতার কেটেছেন মনকে শান্ত ও নির্মল করার জন্যে, তেমনি 'পূরবী' আর 'মহুয়া'তে আবার লীলাসঙ্গিনীর হাতছানি লক্ষ্য করেছেন; 'বনবাণী'তে কবি বৃক্ষ-লতাকে দেখেছেন বিশ্ব-বাউলের একতারা রূপে, তাদের সরল সুরের কাঁপনে অন্তরের মধ্যে পেয়েছেন শান্তির বাণী; আর 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে ভেবেছেন তিনি কাব্য সৃষ্টির প্রান্ত-সীমায় উপনীত হয়েছেন। বৈচিত্র্যময় এই কাব্যধারার বাঁকে বাঁকে যে ভাব-বৈচিত্র্য, যে অনুভবের তারতম্য—তাকে ইন্দ্রিয়বেদী করে তুলতে, সুবিশাল এই পর্বেও কবি লোকায়ত বাক্-প্রতিমার ব্যবহার করেছেন লক্ষণীয় ভাবে। তাই সুদীর্ঘ এই পর্বের ৮টি কাব্যগ্রন্থের ৫৪২টি কবিতার মধ্যে ১২৭টি অর্থাৎ প্রায় ২৩.৪ শতাংশ কবিতাই লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ।

এর পরের পর্ব **শেষ লেখা পর্ব**। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই পর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করেছি। যথা—'**গদ্য কবিতা উপপর্ব**', '**ছড়ার ছবি উপপর্ব**' ও '**শেষ লেখা উপপর্ব**'।

এই পর্বের প্রথম উপপর্ব '**গদ্য কবিতা উপপর্বে**'র (১৯৩২-১৯৩৬ খ্রীঃ) বিস্তার '**পুনশ্চ**' (১৯৩২) থেকে '**শ্যামলী**' (১৯৩৬) পর্যন্ত। মাঝে আছে আরো চারটি কাব্যগ্রন্থ—'**বিচিত্রিতা**' (১৯৩৪), '**শেষ সপ্তক**' (১৯৩৫), '**বীথিকা**' (১৯৩৫) ও '**পত্রপুট**' (১৯৩৬) অর্থাৎ এই উপপর্বে আমাদের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়।

রবীন্দ্রনাথের একাত্তরতম থেকে পঁচাত্তরতম বর্ষের কাব্য ফসল এগুলি। 'পুনশ্চ'তে কবি যে গদ্যছন্দের সূচনা করলেন, তা 'শ্যামলী' পর্যন্ত তাঁর বাণীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করল। 'বলাকা'য় কবি প্রবহমান পয়ারের যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন, 'পুনশ্চ'তে তারই এক প্রকার চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা গেল। এই সময়কালে কবি যতদূর সম্ভব রোমান্টিকতা বর্জন করে বাস্তবমুখী হয়ে উঠছিলেন। জীবনের উপান্ত-প্রান্তে এসে কবি দৈনন্দিন জীবনের ভাঙাচোরা বাস্তব চেহারাটিকে নির্মোহ বৈরাগীর দৃষ্টিতে দেখলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাড়িতে দেখা কিছু ভালো ছবিকে ভাষা দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াসে রচিত হল 'বিচিত্রিতা'। "ছবি একটি জায়গায় আসিয়া স্তব্ধ; সে যেন তাহার সমস্ত বাণী বহিয়া মূক হইয়া যায়। কবি সেই স্তব্ধ বাণীকে ভাষা ও ছন্দে গাঁথিয়া চলমান করিয়া দেন।"[৩] "বার্ধক্যজনিত ক্লান্তদেহ, অনবসর জীবন—তাহার মাঝে মনের মতো অনুকূল পারিপার্শ্বিকে মন যখন নিজের দিকে চাহিবার অবসর পায়, শেষ সপ্তকের কবিতাগুলি সেই সময়ের লেখা।"[৪] কবি ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "জীবন-আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে—এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার

---

১ ভূমিকা, বনবাণী, রবীন্দ্র-রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮২, পৃ-৮৪৯

২ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : তৃতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ-৪৮১

৩ —ঐ— পৃ-৪৬১

৪ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : চতুর্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৪০১, পৃ-১৩

মুখে—বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই—নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষপ্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ—এই প্রান্তটি সংকীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করচি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে—সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।"[১] তাই এই কাব্যের প্রধান সুর হল "সৌম্য বিষাদের সুর। অতীত যৌবনের করুণ স্মৃতি, মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য, প্রাণরসে ভরা চঞ্চল মুহূর্তগুলির গভীরতা, আর অনাগত সার্থকতার জন্য সুবিপুল ঔৎসুক্য...এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য।"[২]

'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থটির উদ্ভব ফেলে আসা অতীতের ভুলে যাওয়া স্মৃতির হঠাৎ আঘাতে। 'বীথিকা'র পরের কাব্যগ্রন্থ 'পত্রপুট'। শরতের ছুটিতে যখন "আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি;"[৩] তখন "চার দিকে ধূ ধূ"[৪] ছুটির মাঝেই জন্ম নিয়েছে 'পত্রপুট'। এই কাব্যে কবির ঈশ্বর অনুভূতি নবতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর 'শ্যামলী'র কবিতাগুলির "কতকগুলি কথিকা-ধর্মী। শেষ সপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতির অত্যন্ত নিবিড় (intense) অনুভূতি প্রকাশের পরে যেন একটু relief খুঁজিতেছেন।"[৫]

'পুনশ্চ'তে দৈনন্দিন বাস্তবমুখী জীবনকে দেখা, 'বিচিত্রিতা'য় মূক চিত্রকে মুখর করার, চলমান করার অভিপ্রায় কিম্বা 'শেষ সপ্তকে'র 'সৌম্য বিষাদের সুর' অথবা 'বীথিকা'র ভুলে যাওয়া অতীতের স্মৃতির হঠাৎ আঘাতে জেগে ওঠা কবিতা বা 'পত্রপুটে'র চার দিকের ধূ ধূ ছুটির মাঝে জন্ম নেওয়া কবিতার নবতর ঈশ্বর অনুভূতি কিম্বা 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুটের অত্যন্ত নিবিড় (intense) অনুভূতি প্রকাশের' পর একটু relief 'শ্যামলী'—সর্বত্রই কবি লোকায়ত বাক্-প্রতিমার ব্যবহার করেছেন। হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়বেদী করে তুলতে কবি এই উপপর্বের ৬টি কাব্যগ্রন্থের ২৫৭টি কবিতার মধ্যে ৯৭টি কবিতায় অর্থাৎ প্রায় ৩৭.১ শতাংশ কবিতায় লোকায়ত বাক্-প্রতিমার ব্যবহার করেছেন।

এই পর্বের দ্বিতীয় উপপর্ব **'ছড়ার ছবি উপপর্ব'** (১৯৩৭-১৯৪০ খ্রীঃ)। কবির জীবনের ছিয়াত্তরতম বৎসর থেকে ঊনআশিতম বৎসরের মধ্যে লেখা আটটি কাব্যগ্রন্থ এই উপপর্বে আলোচিত হয়েছে। যথা—**'খাপছাড়া'** (১৯৩৭), **'ছড়ার ছবি'** (১৯৩৭), **'প্রান্তিক'** (১৯৩৮), **'সেঁজুতি'** (১৯৩৮), **'প্রহাসিনী'** (১৯৩৯), **'আকাশপ্রদীপ'** (১৯৩৯), **'নবজাতক'** (১৯৪০) এবং **'সানাই'** (১৯৪০)।

রবীন্দ্রজীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, "অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্ব ও ভাবনা-পূর্ণ কবিতা লেখার মাঝে মাঝে মন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন রচনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়—বাণীদান ও গুরুগম্ভীর কর্মসাধন—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে হাসির পাথেয় পান ক্ষণে ক্ষণে, জীবন সরল হয়, মধুর হয়—সকল পার্থিব প্রতিকূলতার মাঝে মাঝে পাওয়া এই-সব পুরস্কার। খাপছাড়া, সে, প্রহাসিনী, ছড়ার ছবি, ছড়া, গল্পসল্প—সেই মুক্তিকামী মনের সৃষ্টি, অবচেতন মনের কৌতুক দেখিবার জন্য আপনাকে সহজ করিয়া দেন; relaxation, relief না থাকিলে সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না।"[৬]

এর মধ্যে, ১৯৩৭ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর কবি অকস্মাৎ অচৈতন্য হয়ে যান। তারপর দুই দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠে তাঁর মনে হল অধ্যাত্মলোকের নবতম রহস্য উন্মোচিত হল। "মৃত্যুযবনিকার তোরণ হইতে অজানার যেটুকু আভাস পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাহাই ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিলেন নূতন কবিতায়, যেগুলি পরে 'প্রান্তিক'এর অন্তর্গত হইয়াছে।"[৭] কালিম্পং ও মাংপু

---

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৭, ৭ এপ্রিল ১৯৩৫, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত।

২ শেষ সপ্তক, অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ১ চৈত্র ১৩৪২, প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন, Vol XXII, 1935-36,

৩ দুই, পত্রপুট, রবীন্দ্র-রচনাবলী : তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৩, পৃ-৩৪৭

৪ —ঐ—

৫ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক : চতুর্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৪০১, পৃ-৬৩

৬ —ঐ—পৃ-৭৪

৭ —ঐ—পৃ-১০৭

থেকে কবি ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। এই সময়ে প্রকাশিত হল 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।"[১] "সম্মুখের দিনগুলি ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে; তাই অতীত জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে মন বিচরণ করিতেছে— ...এই সময় হইতে অনেক রচনাই 'স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা"[২] যা আকাশপ্রদীপের অন্তর্গত। আর ১৩৩৯ থেকে ১৩৪৭ সালের মধ্যে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে থেকে কবি অমিয় চক্রবর্ত্তী যে কবিতাগুলি বেছে দিলেন, তা দুইটি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হল—'নবজাতক' ও 'সানাই'। 'নবজাতকে' মৃত্যুভাবনা অনেক দূরে সরে গেছে। 'নবজাতক' ও 'সানাই' কাব্যে অবচেতনার সুরও পাওয়া যায়।

এই উপপর্বে কবি "গাণিতিক নিয়মে curve এর মতন যেন ... কঠোর মননজাত কবিতা বা আত্মানুভূত রস-উদ্‌বেলিত গানের ধারার পরে ... বক্ররেখাগতির পথে হাসির পাথেয় খুঁজিয়া পান।"[৩] আর এই সব বিচিত্র অনুভবকে ইন্দ্রিয়বেদী করে তুলতে এই উপপর্বেও কবি ব্যবহার করেছেন লোকায়ত বাক্-প্রতিমা। তাই এই উপপর্বের ৮টি কাব্যগ্রন্থের ৩৫৫টি কবিতার মধ্যে ৭৩টি অর্থাৎ প্রায় ২০.৫ শতাংশ কবিতাই লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ।

এই পর্বের তৃতীয় এবং শেষ উপপর্ব **'শেষ লেখা উপপর্বে'** (১৯৪০—১৯৪১ খ্রীঃ) কবি রচিত শেষ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, যথা—**'রোগ শয্যায়'** (১৯৪০), **'আরোগ্য'** (১৯৪১), **'জন্মদিনে'** (১৯৪১), **'ছড়া'** (১৯৪১) ও **'শেষ লেখা'** (১৯৪১) আলোচিত হয়েছে। কবির জীবনের ঊনআশি ও আশিতম বৎসরের সোনার ফসল এই কাব্যপঞ্চক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, **'ছড়া'** ও **'শেষ লেখা'** কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ কালিম্পং-এ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন কবি। সেখান থেকে কলকাতায় আনা হল তাঁকে। "জোড়াসাঁকোর বাটীতে কবি শয্যাশায়ী, যথার্থ রোগীর ন্যায় দিন যায়। তাহারই মধ্যে শরীর একটু ভালো বোধ করিলে মুখে মুখে কবিতা বলিয়া যান, পার্শ্বের সেবকরা লিখিয়া লন। ... রচনার উৎস আবার খুলিয়া গেল—'রক্তে জোয়ার' আসিল না সত্য, কিন্তু ক্ষীণ স্রোত দেখা দিল।"[৪] 'রোগ শয্যায়'-এর অধিকাংশ কবিতা এভাবে সৃষ্টি হল। দেহ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে এ কাব্যে মানুষকে সম্পূর্ণ রূপে দেখার স্বপ্ন দেখলেন। পাশাপাশি বাস্তব জগৎও ধরা পড়ল প্রবল মমতায়। বস্তুতঃ শেষ পর্বের কাব্যগুলিতে জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি যে গভীর মমতা ধরা পড়েছে, বাস্তব জীবনের প্রতি প্রত্যয় যেভাবে তাঁকে বাঙ্‌ময় করে তুলেছে, তা একাধারে তাঁর মর্ত্য প্রীতি ও মানব প্রীতিরই পরিচায়ক। "এই সময়ে য়ুরোপে সর্বনাশা যুদ্ধের মারণযজ্ঞ চলিতেছিল; পৃথিবীর বায়ু বারুদের ধূমে বিষাইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে সেই খন্ডিত কবন্ধের প্রেতচ্ছায়াকে দুঃস্বপ্নের পটভূমিকায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন; উপরন্তু তিনি মৃত্তিকার মানুষের সঙ্গে মিতালি পাতাইতে চাহিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া যে রোমান্স ভাগবত চেতনা ও ভাববাদের জ্যোতির্ময় নির্মোক কবির বাস্তব দৃষ্টিকে কিছুটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, শেষজীবনে রোগপান্ডুর দৃষ্টি-ক্ষীণতার মধ্য দিয়াও কবির তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি সেই বাস্তব জীবনের মহিমা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।"[৫] আর এক্ষেত্রেও কবি মানুষের সঙ্গে মিতালি পাতাবার কাজে অনিবার্য ভাবেই ব্যবহার করেছেন লোকায়ত বাক্-প্রতিমা। তাই সবিস্ময়ে আমরা লক্ষ্য করি, জীবনের শেষ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের ১৩৫টি কবিতার মধ্যে ২৯টি অর্থাৎ প্রায় ২১.৪ শতাংশের বেশী কবিতা লোকায়ত বাক্-প্রতিমা সমৃদ্ধ।

---

১ কবিকথা ঃ কালিম্পং থেকে লিখিত পত্র, ২৩ বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ-৫৫

২ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ চতুর্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৪০১, পৃ-১৫৯

৩ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ঃ চতুর্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৪০১, পৃ-২২৫

৪ —ঐ—পৃ-২৫২

৫ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৩৫ (ইং ১৯৮৮) পৃ-১৫৮-১৫৯

□ তালিকা—২ □

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত লোকায়ত বাক্-প্রতিমার শতকরা হিসাব

সংখ্যা	কাব্যগ্রন্থের নাম	ব্যবহৃত লোকায়ত বাক্-প্রতিমা (%)
১	কবি-কাহিনী	১০০
২	বন-ফুল	১০০
৩	শৈশব-সঙ্গীত	৩৮.৮
৪	সন্ধ্যাসংগীত	৪৮
৫	প্রভাত সংগীত	৩৩.৩
৬	ছবি ও গান	৪২.৮
৭	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	৩১.৮
৮	কড়ি ও কোমল	২০
৯	মানসী	২৫.৩
১০	সোনার তরী	৪৭.৬
১১	নদী	১০০
১২	চিত্রা	৩৬.১
১৩	চৈতালি	১০.১
১৪	কণিকা	২.৭২
১৫	কথা	৩০.৫
১৬	কল্পনা	১৮
১৭	ক্ষণিকা	১১.১
১৮	নৈবেদ্য	৫.০
১৯	স্মরণ	৭.৪০
২০	শিশু	১৬.০
২১	উৎসর্গ	১৫.২
২২	খেয়া	২৩.২
২৩	গীতাঞ্জলি	১২.৭
২৪	গীতিমাল্য	২০.১
২৫	গীতালি	১৭.৫
২৬	বলাকা	৩৬.৯
২৭	পলাতকা	৬৬.৬
২৮	শিশু ভোলানাথ	২৯.৬
২৯	পূরবী	৫১.৯
৩০	লেখন	৬.৩৪
৩১	মহুয়া	২২.৮
৩২	বনবাণী	১০.০
৩৩	পরিশেষ	২২.৪
৩৪	পুনশ্চ	৫২.০
৩৫	বিচিত্রিতা	১২.৫
৩৬	শেষ সপ্তক	৪৬.৪
৩৭	বীথিকা	২১.৪
৩৮	পত্রপুট	৫৭.৮
৩৯	শ্যামলী	৬৩.৬
৪০	খাপছাড়া	১.৫২
৪১	ছড়ার ছবি	৪১.৫
৪২	প্রান্তিক	৬৩.১
৪৩	সেঁজুতি	৩০.৪
৪৪	প্রহাসিনী	৯.০১
৪৫	আকাশপ্রদীপ	৪৫.৪
৪৬	নবজাতক	২৫.৭
৪৭	সানাই	২৮.৩
৪৮	রোগ শয্যায়	১৪.২
৪৯	আরোগ্য	২৬.৪
৫০	জন্মদিনে	২৫.০
৫১	ছড়া	১৬.৬
৫২	শেষ লেখা	২০.০

❐ তালিকা—৩ ❐

রবীন্দ্র-কাব্যের বিভিন্ন পর্ব ও উপপর্বে ব্যবহৃত লোকায়ত বাক্-প্রতিমা ও তার সংখ্যা

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							নব জন্মদিন উপপর্ব	জন্মের ছবি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
পাখি	০৪	১৭	১৪	১০	১২	২১	০৭	১০	০৩	৯৮
সন্তান সহ মা	০৩	০৭	০৫	০২	০৮	০৪		০১		৩০
নৌকা	০২	০৫	০৬	০১	০৫	১৬	১৩	১১	০১	৬০
তটভূমি	০২									০২
পরী	০২				০১	০১				০৪
শৃগালের চিৎকার *	০২*									০২ *
দীপশিখা-অগ্নিশিখা	০১		০৪		০৫	০১				১১
চিৎকার করে উড়ে যাওয়া বাদুড় *	০১*									০১ *
রথ	০১		০১		০১			০১		০৪
রহস্যময় অট্টহাস্য *	০১*									০১ *
আলেয়া	০১									০১
নৃত্যরত মহাদেব	০১				০১					০২
কবরস্থ মৃতের কঙ্কাল	০১									০১
রাজকন্যা উদ্ধারের ঘটনা	০১					০১				০২
মহুয়া মত্ত সাঁওতাল যুবতী	০১									০১
রথ চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি *	০১*									০১*
রূপকথার জগৎ	০১	০৭	০৪	০১	০৯	০৩	০৫			৩০
ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি	০১	০১								০২
শিশু	০১		০১			০৪				০৬
সাপ		০৭	০৯	০৪	০৪	০৩	০৫	০২	০১	৩৫
বন্দিনী রাজকন্যা বা বন্দিনী যক্ষিনী		০৭								০৭
রাহু		০৪	০১			০১				০৬
শ্রীরাধিকা		০৩	০১		০৩	০২		০২		১১
বাদুড়		০৩		০১		০১	০১	০২		০৮

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							বন্ধ কবিতা উপপর্ব	ছড়ার ছবি উপপর্ব	শেষ সপ্তক উপপর্ব	
শ্রীকৃষ্ণ		০২			০৩					০৫
মৃতদেহ সংকার		০২								০২
মধু লোভী ভ্রমর		০২	০১							০৩
দৈত্য		০২	০৩				০১			০৬
ঋষি		০২	০১				০৩			০৬
পদ্মফুল ফোটা		০২								০২
মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের চমক		০১	০২							০৩
সহমরণ		০১								০১
ঘুঘুর ডাক*		০১*								০১*
শ্মশান		০১								০১
বরবধূর প্রথম মিলন রজনীতে বধূ কর্তৃক বরের পা মোছানো		০১					০১			০২
সাপের মাথার মণি		০১								০১
বন্য		০১	০১	০১	০১				০১	০৫
পেঁচার কান্না *		০১*								০১*
দৈত্য নারী		০১								০১
কম্পিত আধফোটা পদ্ম		০১								০১
মৃতের সমাধিতে ফুল ছড়ানো		০১								০১
বংশীধ্বনি *		০১*	০১*			০৪*				০৬*
রথ ও রথী		০১								০১
অরণ্য		০১								০১
মৃত্যুর দেবতা		০১								০১
পতঙ্গ		০১	০১			০১	০৩			০৬
সুয়োরাণী		০১								০১
ডাকিনী		০১						০১		০২

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							গদ্য কবিতা উপন্যাস	ছন্দের ঘুড়ি উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
মাঝি		০১			১১	০৭		০৩	০১	২৩
সর্প দংশনে চিৎকার করতে থাকা নিদ্রাতুর কুম্ভকর্ণ*		০১*								০১*
পাগলী		০১								০১
দেবী লক্ষ্মী		০১			০২					০৩
তান্ত্রিক		০১								০১
রাজকন্যা			০৬		০২	০৫	০৫	০৪	০১	২৩
রাক্ষস			০৩					০১		০৪
রাক্ষসী			০৩							০৩
নারী			০২			৩০				৩২
নির্ঝর			০২							০২
চাঁদ			০২			০১				০৩
জলবেষ্ঠিত ক্ষেত			০১							০১
কৃষক			০১							০১
ঝড়			০১							০১
গর্জনরত উচ্চৈঃশ্রবা*			০১*							০১*
বাতাসে আন্দোলিত শস্যক্ষেত্র			০১							০১
গো-বৎস			০১							০১
বিবাহ অনুষ্ঠান			০১			০১				০২
যক্ষ			০১							০১
দাবানল			০১		০১	০১	০১			০৪
কামধেনু			০১							০১
পর্বতশীর্ষ			০১							০১
ব্যাধ			০১							০১
কুমীর			০১							০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	ঘাত-অভিঘাত পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							শেষ কবিতা উপন্যাস	অন্যান্য রচনা উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
রাখাল			০১		০২	০২	০১			০৬
মরীচিকা			০১							০১
গুরুদেবকে ঘিরে বসা শিষ্যের দল			০১							০১
মৌমাছির গুঞ্জন*			০১*					০১*		০২*
ভূত			০১	০১		০৩	০৬	০৪	০১	১৬
যমদূত			০১				০১	০১		০৩
মায়ামৃগ			০১							০১
যজ্ঞ			০১							০১
হস্তি শুণ্ড			০১							০১
মৌমাছি			০১							০১
প্রজাপতি			০১				০১			০২
যৌবনে যোগিনী উমা			০১							০১
সেবাদাসী			০১							০১
পিশাচী			০১							০১
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ			০১							০১
রাজপুত্র কর্তৃক রাজকন্যাকে জাগরিত করা			০১				০২			০৩
বধূ			০১	০১	০৪		০৫			১১
প্রেতের নয়ন			০১							০১
ডানা মেলা পাখির নীচে শকুন্তলা			০১							০১
জলাশয়ে প্রদীপ ভাসানো			০১				০১			০২
জল আনতে যাওয়া			০১							০১
রাজপুত্র সদাগর পুত্রদের সমুদ্রযাত্রা			০১							০১
পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া				০২						০২
দস্যু				০১				০৪		০৫

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আদ্য-অবসান পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							বন্ধ কবিতা উপপর্ব	ছড়ার ছবি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
রাহুগ্রস্ত চাঁদ				০১				০১		০২
সন্ধ্যাতারা				০১		০১				০২
সাপ ও শ্যেনপক্ষীর লড়াই				০১						০১
মরুলতা				০১						০১
অসংখ্য পাহাড়ী জলধারার মিলনে সৃষ্ট নদী				০১						০১
মধুপানরত ভ্রমর				০১						০১
রুদ্র শিবের প্রলয় নৃত্য				০১						০১
পদ্ম				০১	০১	০৬				০৮
শিবপুত্র কার্তিকেয়				০১						০১
রথচূড়ায় উড্ডীন বিজয় পতাকা				০১						০১
প্রেত অনুচর পরিবৃত শিব				০১						০১
বৃক্ষকে জড়িয়ে ওঠা লতা				০১						০১
অসুর				০১						০১
প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা				০১	০১					০২
ফুঁসতে থাকা সাপ*				০১*						০১*
ফুল					০৪					০৪
মহারাজা					০৩	০৩				০৬
ভিখারী					০৩					০৩
নত্যরতা পার্বতী					০৩					০৩
পূজারিণী					০৩				০১	০৪
রাজপুত্র					০২	০১	০২	০২		০৭
রাস উৎসব					০২					০২
ধ্যানমগ্ন ঋষি					০২	০২		০১		০৫
বর ও বধূ					০২				০১	০৩

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আধ-অন্ধেষ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							গদ্য কবিতা উপপর্ব	ছড়ার ভঙ্গি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
রাখালের গোচারণ					০২					০২
শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি *					০২*				০১*	০৩*
ঘাটে অপেক্ষা করা যাত্রী					০২					০২
সরোবর					০১					০১
সাপুড়ে					০১					০১
সারথি					০১					০১
নদী					০১	০৭	০৬	০১	০১	১৬
ঠাকুরমা					০১					০১
ডাইনী বুড়ি					০১					০১
পক্ষী-মানব					০১					০১
সোনার কাঠি					০১	০১	০৩			০৫
দোল দেওয়া ও দোল খাওয়া					০১					০১
টক্কা ফক্কা খেলা					০১					০১
লুকোচুরি খেলা					০১					০১
নৌকায় সওয়ার যাত্রী					০১	০৩	০১	০৩		০৮
শঙ্খ ধ্বনি*					০১*	০১*	০১*			০৩*
বকের ঝাঁকের উড়ে যাওয়ার ধ্বনি*					০১*					০১*
কাঁসর ঘন্টার শব্দ*					০১*					০১*
হেঁকে যাওয়া পাইকের উচ্চরব*					০১*					০১*
বাঁশ বনে ঝরে পড়া বারি ধারার শব্দ*					০১*					০১*
ঘোড়ার খুরের শব্দ*					০১*					০১*
শিরীষ ফুলের ঘ্রাণ•					০১•					০১•
ঘোড়ার পদভারে মাটির কেঁপে ওঠা•					০১•					০১•
দেবী অন্নপূর্ণা ও শিব					০১					০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							নত নবমিকা উপন্যাস	ছন্দের ছবি উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
দেবী কালী					০১					০১
মেঘের মধ্যে থেকে সূর্যের উঁকি					০১					০১
নদী ধারার সমুদ্রে মিলন					০১	০১				০২
বিরহিণী যক্ষ			০১							০১
বিরহী যক্ষ					০১					০১
মেঘ					০১	০৪				০৫
ধার্মিক মানুষ					০১					০১
বিবাহ সভা					০১					০১
রাজার জয়ধ্বজা					০১					০১
হাট					০১					০১
হাটুরে					০১					০১
ফুলের ভারে নত লতা					০১					০১
তরী বেয়ে যাওয়া					০১					০১
জপমালা					০১					০১
অমৃত					০১					০১
সোনার রথে চড়ে নেমে আসা দেবতা					০১					০১
সন্ন্যাসী						০৯		০১		১০
বাউল						০৫	০১			০৬
সমুদ্র						০৫	০৩	০১		০৯
নির্ঝরিণী						০৪				০৪
আগুন						০৩				০৩
গাছ						০৩		০১		০৪
নৃত্যরত প্রেত						০৩				০৩
পথিক						০৩				০৩

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							গদ্য কবিতা উপপর্ব	ছড়ার ছবি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
ধেনু						০৩				০৩
অপ্সরা কর্তৃক ঋষির ধ্যান ভঙ্গ						০২				০২
ডাকাত						০২				০২
নারীর উড়ন্ত আঁচল						০২				০২
জোনাকি						০২				০২
জপমালা হাতে সাধক						০২				০২
চঞ্চল কুমারীর বেণী						০১				০১
ধেনুর দুগ্ধরাশি						০১				০১
নৃত্যরত শিব অনুচর						০১				০১
প্রথম যৌবনের আগমনে উল্লসিত সুরনারীর নূপুরের প্রথম ঝংকার						০১				০১
রুদ্রাক্ষের মালা						০১				০১
রথে চড়ে বিজয় কেতন উড়িয়ে আসা বীর						০১				০১
তেপান্তরের মাঠ						০১				০১
শিশুর আঁখি						০১				০১
দোলনায় দোল খেতে থাকা রাধাকৃষ্ণ						০১				০১
পাপড়ি মেলে কনকচাঁপার ক্রমশ বিকশিত হওয়া						০১				০১
নদীতে বান ডাকা						০১				০১
ফুলের ক্রমশ ফুটে ওঠা						০১	০২			০৩
মায়া ঘুমে আচ্ছন্ন রাজকন্যার শরীরে রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শ						০১	০২			০৩
দৈত্যপুরী						০১				০১
লাঠি হাতে কুঁজো পিঠ ডাইনী						০১				০১
হিড়িম্বা						০১				০১
সূর্পনখা						০১				০১
পেঁচা						০১				০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আদ্য অবয়ব পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							খণ্ড অখিল উপপর্ব	অন্তর্ময় উর্মি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
সোনার ভাণ্ডার						০১				০১
নৃত্যগীতরত বোষ্টম						০১				০১
খঞ্জনি						০১				০১
রক্তিম জবায় সাজানো অর্ঘ্য						০১				০১
কামদেব						০১				০১
প্রদীপ সজ্জিত আরতি পাত্র						০১				০১
স্বয়ংবর সভায় বরের আগমন						০১				০১
স্বয়ংবর সভার উৎসব						০১				০১
দেবপুরুষ						০১				০১
মহাদেবের জটাস্থ গঙ্গা						০১				০১
সিঁদুর খেলা						০১				০১
মন্দির						০১				০১
ফসল						০১				০১
নৃত্যরতা দেবাঙ্গনার উড়ন্ত ওড়না						০১				০১
প্রদীপ				০১				০১		
দুর্বাসার জটা						০১				০১
দুর্বাসা মুনির রক্ত চক্ষুর কটাক্ষচ্ছটা						০১				০১
মধুপানরত মৌমাছি						০১				০১
তাপসী পার্বতী						০১				০১
প্রসাধনরতা পার্বতী						০১				০১
ক্রুদ্ধ মুখাবয়ব						০১				০১
তীর্থযাত্রী উদাসীন সন্ন্যাসী						০১				০১
জবাফুল						০১				০১
খড়্গ						০১				০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							শেষ কবিতা উনসত্তর	ছাড়া ছাড়া উনসত্তর	শেষ লেখা উনসত্তর	
যক্ষের ধন						০১	০১			০২
অমাবস্যা						০১				০১
নীল পদ্মের বুকে ভ্রমর						০১				০১
কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘিজল						০১				০১
সূর্যগ্রহণ						০১			০১	০২
চন্দ্রগ্রহণ						০১				০১
রাজরানী						০১				০১
বরদাত্রী দেবী						০১				০১
তুফান						০১				০১
শিব অনুচর নন্দীর উদ্যত তর্জনী						০১				০১
অপ্সরা						০১				০১
ভগীরথ						০১				০১
খাপে ঢাকা তলোয়ার						০১				০১
ইন্দ্রের অশনি						০১	০১			০২
সূর্য						০১				০১
খসে পড়া নক্ষত্র						০১				০১
ভিক্ষারত ভিক্ষুক						০১				০১
পূজা করা						০১				০১
মাটির প্রদীপ						০১				০১
মরুভূমির বালুকারাশি						০১				০১
অকালে ফোটা পদ্ম						০১				০১
গাছের কোটর						০১				০১
খড়কুটো						০১				০১
বুদ্‌বুদ্‌						০১				০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							রক্ত করবীর উপাদান	ছড়ার ছবি উপাদান	শেষ লেখা উপাদান	
অশোক বনে বন্দিনী সীতা						০১				০১
সূর্যমুখী ফুল						০১				০১
স্থল পদ্ম						০১				০১
স্ফুলিঙ্গ						০১				০১
রজনীগন্ধা						০১				০১
বারিধারা						০১				০১
নটরাজ						০১				০১
ভক্ত						০১				০১
মৃত স্বামী						০১				০১
চতুর্দশীর ঈষৎ অপূর্ণ চাঁদ						০১				০১
বর্ষা শেষের ইন্দ্রধনু						০১				০১
শুভ্র কমলিকা						০১				০১
কালো আগুনের সচকিত শিখা						০১	০১			০২
কন্যার আলুলায়িত কেশে অতিথির পা মুছিয়ে দেওয়া						০১				০১
সমুদ্র মন্থন						০১				০১
সর্পাঘাতে মূর্ছা যাওয়া মানুষ						০১				০১
রক্ত তিলক						০১				০১
পাখির নীড়						০১	০১		০২	০৪
যক্ষপুরী						০১				০১
জোয়ার ভাঁটা						০১		০১		০২
উড়ন্ত পাখির ডানা						০১				০১
সোনার ফুল						০১				০১
কালো ঘোড়ার সওয়ারী						০১				০১
তলোয়ার						০১				০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							গদ্য কবিতা উপন্যাস	ছোটো গল্প উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
বিদ্যুৎচ্ছটা						০১				০১
আধোজাগা নয়ন						০১				০১
পাগল						০১				০১
সাজিতে তোলা ফুল						০১				০১
গরুর গাড়ী						০১				০১
চোখ বাঁধা কলুর বলদ						০১				০১
স্রোতের জলে ঝরে পড়া ফুল						০১				০১
সুধাপূর্ণ পেয়ালা						০১				০১
সন্ন্যাসীর রুক্ষ মুখ						০১				০১
জুজুবুড়ি						০১				০১
শারদ নিশীথের স্তব্ধতা*						০১*				০১*
পদ্ম পাতায় জল						০১				০১
ভরা চাক ছেড়ে মৌমাছির অন্যত্র চলে যাওয়া						০১				০১
জলহীন দিঘির শীর্ণ পদ্ম						০১				০১
শুকতারা						০১				০১
শিউলি ফুলের উপর ঝল্‌মলে শিশির						০১				০১
মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গকারী অনুচরবৃন্দ						০১				০১
ভোরের কান্না ভেজা স্বপন						০১				০১
একদল উপবাসী মানুষ						০১				০১
মৃত শুঁয়াপোকা						০১				০১
শিউলি ফুল						০১				০১
ফুল তুলতে আসা ছেলে বা মেয়ে						০১				০১
ভৌতিক জগৎ						০১				০১
শীর্ণ জলধারা						০১				০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অস্তবর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							ক্ষয় ক্ষতির উপপর্ব	ক্ষমার ঋতি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
অচিনপুরী						০১				০১
ভৈরব রাগিণী *						০১*				০১*
র'তজাগা পাখির ডাক*						০১*				০১*
সন্ন্যাসীর সাধনমন্ত্র জপ*						০১*				০১*
ডাইনী বুড়ির খিলিখিলি হাসি*						০১*				০১*
রাক্ষস-রাক্ষসীর হাঁউমাউখাঁউ ডাক*						০১*				০১*
সুগন্ধী জুঁই ফুলের বাগান•						০১•				০১•
জুঁই ফুলের গন্ধ•						০১•				০১•
জননীর অঙ্গুলী স্পর্শ◇						০১◇				০১◇
সাঁওতাল যুবতী							০২			০২
শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া শ্যেন পক্ষী							০২			০২
মুক্ত বন্দীদলের উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন							০২			০২
মহিষাসুরের মুণ্ড							০১			০১
ঘোড়সওয়ার বর্গী সৈন্য							০১			০১
গরীব মানুষ							০১			০১
পালোয়ান							০১			০১
ছেলেমিতে মেতে ওঠা বৃদ্ধ							০১			০১
রোগশয্যা থেকে উঠে আসা ক্লান্ত হাসি মাখা মানুষ							০১			০১
হনুমান							০১			০১
ডানাওয়ালা কালো সিংহ							০১			০১
ডোবা							০১			০১
বর্ষণ							০১			০১
কলে আটকে পড়া জন্তু							০১			০১
সূর্যগ্রহণের সময় নেমে আসা অকাল অন্ধকার							০১			০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							পত্র কবিতা উপপর্ব	ছড়ার ছবি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
কৃষ্ণ চতুর্দশীর চাঁদ							০১			০১
শ্যেন পক্ষীর সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু							০১			০১
মূর্চ্ছিত প্রাণী							০১			০১
চাঁপা ফুলের রঙ							০১			০১
মৃত রাক্ষসের চক্ষু কোটর							০১			০১
ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ							০১			০১
দুষ্ট গ্রহের চাখ রাঙানি							০১			০১
ক্ষুধার্তের লেলিহ জিহ্বা							০১			০১
উষাকালের শুকতারা							০১			০১
তপস্বিনীর জপমন্ত্র							০১			০১
তপস্বিনী							০১			০১
প্রাণী বিশেষ							০১			০১
রাজকন্যার উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়া রাজপুত্রের পুষ্পগুচ্ছ							০১			০১
কালো ঘোড়া							০১			০১
কালো কুষ্মাটিকা							০১			০১
শরৎকালের শেষ মেঘ							০১			০১
সমুদ্রের বুকে তরঙ্গায়িত ফেনপুঞ্জ							০১			০১
ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গকারী দলের নৃত্য							০১			০১
জাল ফেলে মাছ ধরা							০১			০১
যমজ শিশুর কলরব							০১			০১
দূর থেকে দেখা যাওয়া বিরাট মাঠের মাঝখানে একটি বাড়ির জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা আলো							০১			০১
শিবের তপোবনের রক্ষী নন্দী							০১			০১
বর্বর							০১			০১
কাঙালের শীর্ণ আঙুল							০১			০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অস্তবর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							গদ্য কবিতা উনপর্ব	ছড়ার ছবি উনপর্ব	শেষ লেখা উনপর্ব	
দক্ষিণের হাওয়ার দুলন্ত ঝাউ বন							০১			০১
শাল গাছের চারা							০১			০১
মুক্তি পাওয়া ছুটন্ত বালক							০১			০১
পার্বতীর রুদ্রের সাধনা ও বর লাভ							০১			০১
চারণরত গবাদি পশু							০১			০১
শব সাধনারত তান্ত্রিক							০১			০১
শিকল বাঁধা বন্দীর দল							০১			০১
বাল্মীকির বাঙ্ময় হয়ে ওঠা							০১			০১
সন্ধ্যার রঙিন মেঘ							০১			০১
বয়ঃসন্ধিকালের বালিকা							০১			০১
জোনাকি পোকার জ্বলা আর নেভা							০১			০১
অভিনেতা							০১			০১
পোড়োবাড়ি							০১			০১
ভূতে পাওয়া ঘর							০১			০১
যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠে আসা যাজ্ঞসেনী							০১			০১
নৈকার পসার							০১			০১
কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর							০১			০১
আলোক স্ফুলিঙ্গ							০১			০১
রৌদ্র ঝলসানো বিরাট বিরাট কালো শিলার স্তুপ							০১			০১
রাক্ষসের লক্ষ লক্ষ লোল জিহ্বা দ্বারা সব কিছু লেহন করে নেওয়া							০১			০১
স্বর্গের দেবশিশু							০১			০১
সবুজ কুটীর							০১			০১
রমণীর উড়ে আসা কালো চুল							০১			০১
শীর্ণ আঙুল মেলে কাঙালের ভিক্ষা চাওয়া							০১			০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							শেষ সপ্তক উপপর্ব	শেষের কবিতা উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
কাঙাল							০১			০১
উচ্ছ্বসিত মদিরা							০১			০১
স্বর্ণ সুধার প্লাবন							০১			০১
ধান কেটে নেওয়া ক্ষেত							০১			০১
উত্তরীয়							০১			০১
শান্তিঘট মাথায় নিয়ে সিন্ধু জলে নামা রমণী							০১			০১
সাপকে পোষ মানানোর ঘটনা							০১			০১
দেবী অন্নপূর্ণা							০১			০১
দেবী চামুণ্ডা							০১			০১
ক্রুদ্ধ সিংহের লেজের ঝাপটে গাছপালার উপড়ে যাওয়া							০১			০১
পেয়ালা ছাপিয়ে পড়া মদ							০১			০১
স্নান সমাপন করে এলোচুলে উঠে আসা রমণী							০১			০১
দেবশিশুদের কাগজের নৌকা ভাসানো							০১			০১
ইন্দ্রলোকের হাতিশালে আগুন লাগায় ভীত হস্তী শাবকদের ছুটে বার হওয়া							০১			০১
রণমত্ত যোদ্ধা							০১			০১
ভূতে পাওয়া মানুষ							০১			০১
জলাশয়ে ভাসানো প্রদীপের কিছু দূরে গিয়ে নিভে যাওয়া ও ডুবে যাওয়া							০১			০১
পিশাচ							০১	০১		০২
ধীরে ধীরে শিকারের দিকে এগিয়ে যাওয়া শার্দুল							০১			০১
ভাঁটা							০১			০১
আল ভাঙা খেতে আপন খেয়ালে ও অযত্নে বেড়ে ওঠা লতাপাতা							০১			০১
পাগলা জন্তু							০১			০১
পিছন পথে পা টিপে টিপে সাবধানে এগানো মানুষ							০১			০১
দিকপাল							০১			০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							শেষ কবিতা উপন্যাস	ছোটোর জমি উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
প্রাচীন পারিবারিক সেবক							০১			০১
পাগলের ঘোলাটে চোখের তারা							০১			০১
নিস্তরঙ্গ জলাশয়							০১			০১
ক্রুদ্ধ মুনি							০১			০১
সকালবেলার শূন্য মাঠের শেষে অস্তগামী পূর্ণিমার চাঁদ							০১			০১
শ্রাবণের ধারা বর্ষণে ক্ষীণ স্রোতা পাহাড়ী নদীর রাতারাতি দু'কূল প্লাবী নদীতে পরিণত হওয়া							০১			০১
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি বাতাসে অরণ্যভূমির অবস্থা							০১			০১
প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়							০১			০১
দানোয় পাওয়া মানুষের প্রলাপ							০১			০১
প্রেতের উদ্দেশ্যে দেওয়া পিণ্ড							০১			০১
আদ্যিকালের বিশাল সরীসৃপ							০১			০১
বেদের মেয়ে							০১			০১
ব্যাঙের ডাক *							০১*			০১*
বিদলিত ব্যাঙের হঠাৎ থেমে যাওয়া ডাক *							০১*			০১*
পাতালে দানবের রণ দামামা বাজানো *							০১*			০১*
আগ্নেয়গিরি থেকে বহমান লাভা স্রোতের শব্দ *							০১*			০১*
তীর্থযাত্রীদের গান *							০১*			০১*
জোয়ারের আগমনে নদীতে জেগে ওঠা কলোচ্ছ্বাস *							০১*			০১*
গর্জমান সিংহ *							০১*			০১*
ভীত ঐরাবত শাবকদের চিৎকার *							০১*			০১*
গুপ্ত গহ্বর থেকে বার হওয়া পশুদের চিৎকার *							০১*			০১*
ঘোমটা মাথায় বধূর চুপিচুপি কথা *							০১*			০১*
তপস্বিনীর পরা পূজার চেলির ঘ্রাণ •							০১•			০১•
পুষ্পের ছড়িয়ে পড়া সৌরভ •							০১•			০১•

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							গদ্য কবিতা উপন্যাস	প্রবন্ধ ডায়ারি উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
হরির লুট								০২		০২
রণচণ্ডী								০২		০২
বানের জলে ভেসে যাওয়া শ্যাওলা								০২		০২
শিকারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকা অজগর								০২		০২
হঠাৎ আসা বন্যার জলের বিসর্পিল গতি								০২		০২
প্রেতের অঙ্গুলি								০১		০১
ফাঁদে পড়া শিকার								০১		০১
পক্ষীরাজ ঘোড়া								০১		০১
সাপের খোলস								০১		০১
বিষ্ণুদূত								০১		০১
দাবানলের উর্ধ্বে কালো মেঘ								০১		০১
বাউলের চেলা								০১		০১
দেবতা ও দৈত্যের আকাশ জুড়ে যা-খুশি-তাই করে যাওয়া								০১		০১
শিকারী বাঘ								০১		০১
চাবুক খেয়ে দৌড়ানো ঘোড়া								০১		০১
আঁধারের মুখোস পরা ভয়								০১		০১
ঘোমটা দেওয়া দৈত্য নারী								০১		০১
কালো রাত্রি								০১		০১
একতারা								০১		০১
সাপুড়ের সাপ খেলানো								০১		০১
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের রথ চালানো								০১		০১
ঘূর্ণি বাতাসে মঞ্জরীর ঘুরতে ঘুরতে উড়ে এসে পড়া								০১		০১
পাশাখেলা								০১		০১
রোদ পোহাতে থাকা বৃদ্ধ								০১		০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							বশ করিয়া উপপর্ব	অন্তর ভরি উপপর্ব	শেষ লেখা উপপর্ব	
আঁচলে ঢাকা দীপ								০১		০১
চাঁদের গায়ের কলঙ্ক								০১		০১
লোল চর্ম বৃদ্ধ								০১		০১
ভীমের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া								০১		০১
খসে পড়া পরিপক্ক ফল								০১		০১
অপ্সরা কন্যার চেলাঞ্চল								০১		০১
দৈত্যের ব্যূহে আটকে পড়া রাজপুত্র								০১		০১
সহমরণে যাওয়া বধূ								০১		০১
শ্মশানচারী শেয়াল-কুকুর								০১		০১
বৃদ্ধ								০১		০১
শজনে পাতা								০১		০১
মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ কালে তাঁর অঙ্গে জ্বলে ওঠা নৃত্যময় অগ্নিশিখা								০১		০১
আদিম মায়াবী নারী								০১		০১
ক্লিষ্ট মানুষের ইশারা								০১		০১
নাগকন্যার কুঞ্চিত কেশ								০১		০১
বৃদ্ধ প্রাচীন প্রহরী								০১		০১
শীর্ণ বলিরেখাযুক্ত বৃদ্ধ								০১		০১
ভোরের আলো								০১		০১
পূজারিণী রমণীর অঞ্চল ভরা অর্ঘ্য								০১		০১
বিদূষক								০১		০১
সঙ								০১		০১
রোদ্দুরের রঙ								০১		০১
মদনের পুষ্প ধনুক								০১		০১
কৃষ্ণবর্ণ কুলী রমণী								০১		০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							ক্ষণ ক্ষণিকা উপন্যাস	অন্যান্য উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
রাঙা টমাটো								০১		০১
দিদিমার ঝুলে পড়া ললাট								০১		০১
রথের উড়ন্ত ধ্বজা								০১		০১
রথের সওয়ারী								০১		০১
আনন্দে মাতাল ঝড়ো শাল গাছ								০১		০১
রাহুর গ্রাস থেকে পূর্ণিমার চাঁদকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা								০১		০১
মহাদেবের তপোভঙ্গ কালে নন্দীর জেগে ওঠা								০১		০১
পশুর দলের স্থানান্তর গমন								০১		০১
ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে ভূতের নাচ*								০২*		০২*
মায়ের কোলে আনন্দিত শিশুর কলোচ্ছ্বাস*								০১*		০১*
গলায় ঘণ্টা বাঁধা পশুর গলার ঘণ্টা বাজিয়ে স্থানান্তরে গমন*								০১*		০১*
মধুপানরত ভ্রমর								০১		০১
রথের সওয়ারী								০১		০১
দেবী প্রতিমা									০২	০২
বৈরাগীর গেরুয়া বস্ত্র									০১	০১
মালা জপার ঘটনা									০১	০১
ভূমি গর্ভস্থ বীজ									০১	০১
তারা বা নক্ষত্র									০১	০১
নৈবেদ্য									০১	০১
উর্ধ্বে বাহু তুলে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনের ভঙ্গি									০১	০১
চোর									০১	০১
ফসল কাটার পর রোদে পোড়া আগাছা আর সস্তা শস্যে ভরা মাঠ									০১	০১
মেঘের বিভিন্ন রূপের ভাঙা গড়া									০১	০১
বৃক্ষ থেকে পরিপক্ক ফলের খসে পড়া									০১	০১

লোকায়ত বাক্-প্রতিমার বিষয়-বস্তু	উন্মেষ পর্ব	বিকাশ পর্ব	ঐশ্বর্য পর্ব	অন্তর্বর্তী পর্ব	আত্ম-অন্বেষণ পর্ব	বলাকা পর্ব	শেষ লেখা পর্ব			মোট সংখ্যা
							গদ্য কবিতা উপন্যাস	ছায়ার তরী উপন্যাস	শেষ লেখা উপন্যাস	
দূত									০১	০১
বংহারি অর্কিড									০১	০১
জাল কেটে পালিয়ে যাওয়া মুক্ত ও উল্লসিত পশুর দল									০১	০১
দেবী ছিন্নমস্তার নিজ রক্ত পান									০১	০১
প্রেতের গুমরে ওঠা কান্না									০১	০১
ক্রুদ্ধ বাঘের ফোলানো রোঁয়া									০১	০১
পেঁচো বা দানোয় পাওয়া মানুষ									০১	০১
ভয়ের মুখোশ									০১	০১
পরপারে যাবার জন্য মাঝিকে ঘাটে নৌকা নিয়ে আসার জন্য আহ্বানের ঘটনা									০১	০১
সমুদ্রের মাঝে নির্জন দ্বীপে ঘুঘুর ডাক*									০১*	০১*
ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুর*									০১*	০১*
জল আনতে যাওয়া			০১							০১
কৃষ্ণ ভ্রমর			০১							০১
রাক্ষস বিবাহ					০১					০১
শিবের জটায় ধুতরার কুঁড়ি						০১				০১
সমুদ্রে ডুবে যাওয়া মহাতরী							০১			০১
বর ও বধূর বাসর ঘরে মিলন							০১			০১
জপমালা সহ বৃদ্ধ						০১				০১

* শ্রবণেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা;

● ঘ্রাণেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা;

❖ স্পর্শেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা;

বিঃ দ্রঃ অচিহ্নিত লোকায়ত বাক্-প্রতিমাগুলি দর্শনেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা।

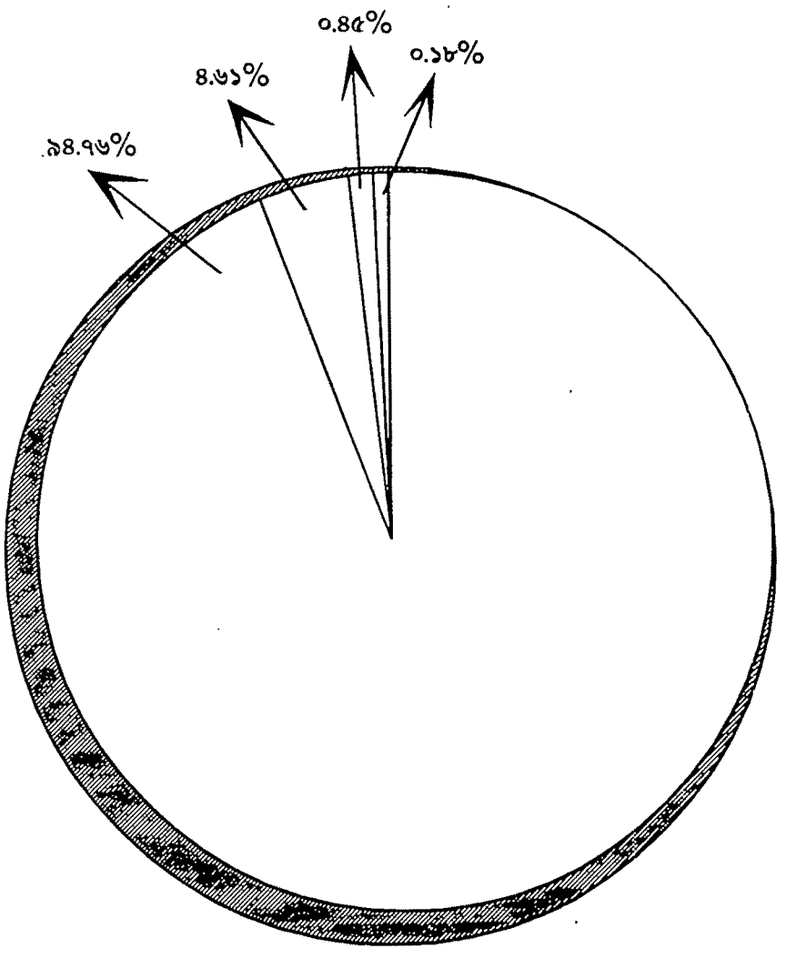
❐ তালিকা – ৪ ❐

রবীন্দ্র-কাব্যে বিভিন্ন পর্ব ও উপপর্বে ব্যবহৃত দর্শনেন্দ্রিয়বেদী, শ্রবেণেন্দ্রিয়বেদী, ঘ্রাণেন্দ্রিয়বেদী ও স্পর্শেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমার মোট সংখ্যা ও শতকরা ভাগ ঃ—

পর্ব ও উপপর্ব		লোকায়ত বাক্-প্রতিমা				মোট
		দর্শনেন্দ্রিয়বেদী	শ্রবেণেন্দ্রিয়বেদী	ঘ্রাণেন্দ্রিয়বেদী	স্পর্শেন্দ্রিয়বেদী	
উন্মেষ পর্ব		২৩	০৫	০০	০০	২৮
বিকাশ পর্ব		৯২	০৪	০০	০০	৯৬
ঐশ্বর্য পর্ব		১০৯	০৩	০০	০০	১১২
অন্তর্বর্তী পর্ব		৩৯	০১	০০	০০	৪০
আত্ম-অন্বেষণ পর্ব		১৩৪	০৮	০১	০১	১৪৪
বলাকা পর্ব		৩০২	১১	০২	০১	৩১৬
শেষ লেখা পর্ব	গদ্য কবিতা উপপর্ব	১৯০	১১	০২	০০	২০৩
	ছড়ার ছবি উপপর্ব	১২৩	০৫	০০	০০	১২৮
	শেষ লেখা উপপর্ব	৩৬	০৩	০০	০০	৩৯
মোট সংখ্যা		১০৪৮	৫১	০৫	০২	১১০৬
শতকরা ভাগ		৯৪.৭৬	৪.৬১	০.৪৫	০.১৮	১০০

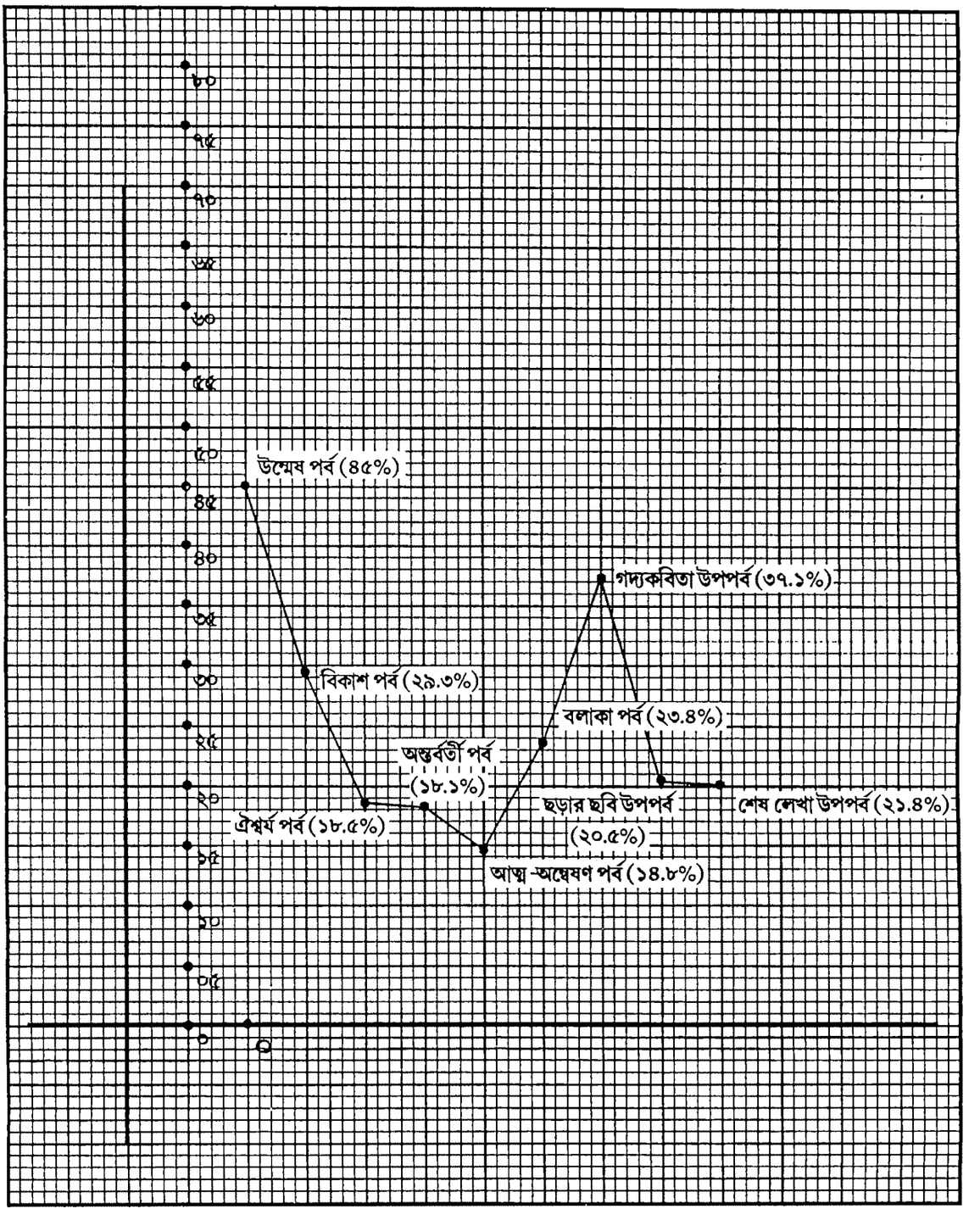
রেখাচিত্র—১

রবীন্দ্র-কাব্যে ব্যবহৃত দর্শনেন্দ্রিয়বেদী, শ্রবণেন্দ্রিয়বেদী, ঘ্রাণেন্দ্রিয়বেদী ও স্পর্শেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমার শতকরা ভাগ ঃ—



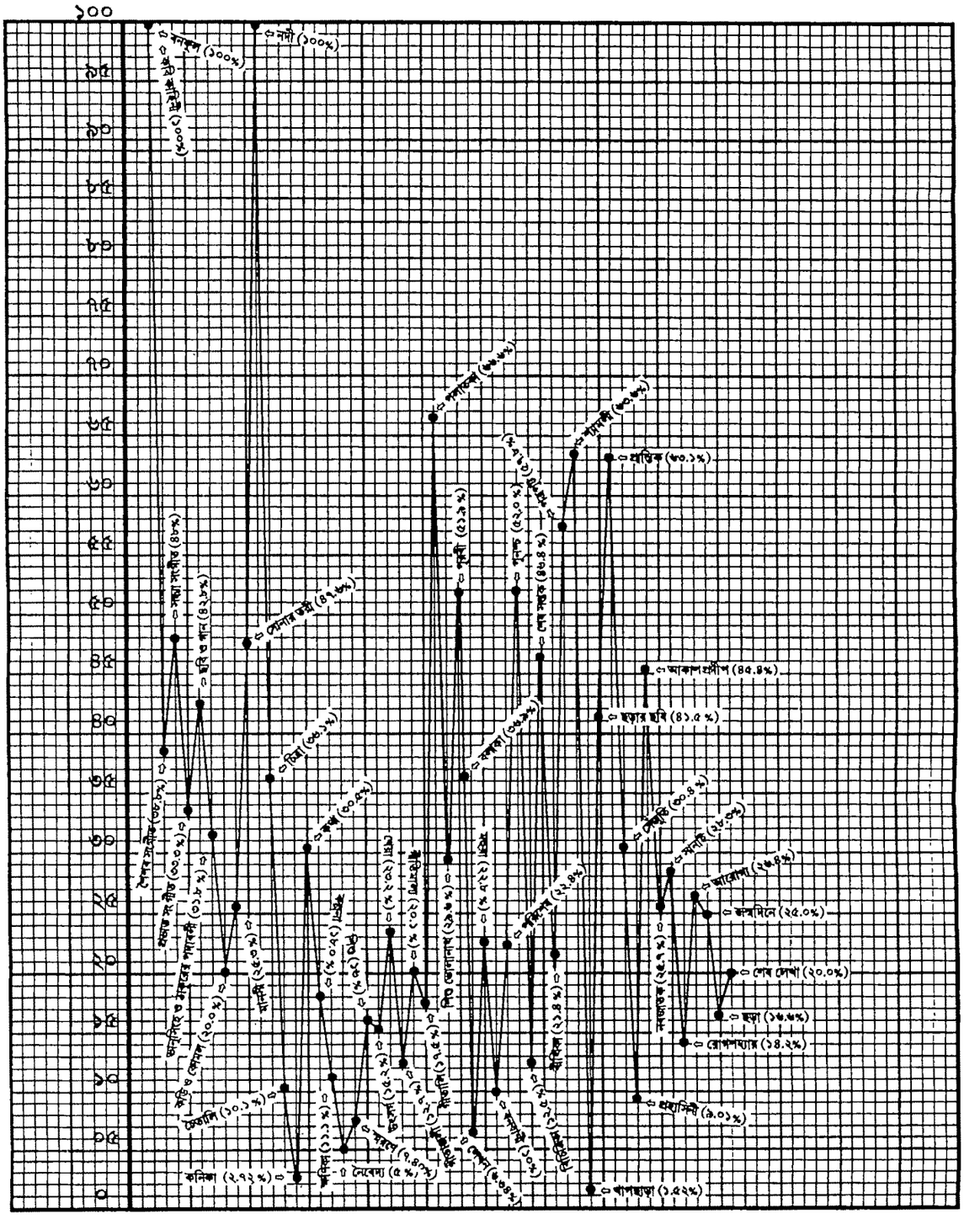
দর্শনেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা—৯৪.৭৬%
শ্রবণেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা—৪.৬১%
ঘ্রাণেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা—০.৪৫%
স্পর্শেন্দ্রিয়বেদী লোকায়ত বাক্-প্রতিমা—০.১৮%

❑ লেখচিত্র ১ ❑



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ রচনার বিভিন্ন পর্বে ব্যবহৃত লোকায়ত বাক্-প্রতিমার শতকরা হিসাব

❑ লেখচিত্র ২ ❑



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত লোকায়ত বাক্-প্রতিমার শতকরা হিসাব

সৃষ্টি তত্ত্বের গোড়ার কথাই হল, "এক আমি, বহু হবো।" স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাতেই নানা রূপে-রূপান্তরে এই বিশ্বের প্রকাশ। আর এই বিশ্বেরই অংশ বিশেষ হিসাবে মানুষও চেতনে-অচেতনে চায় আত্মপ্রকাশ। তাই দেখি সৃষ্টির আদিমতম যুগ থেকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে নানা ভাবে। কখনও শব্দে, কখনও নৈঃশব্দে নানা ভঙ্গি ও ভাবে, কখনও বা ছবি এঁকে সে নিজের উপস্থিতি, মতামত—আনন্দ, বিস্ময়, শোক, দুঃখ, ভালো লাগা বা খারাপ লাগাকে জানিয়েছে—নিজের হৃদয়জাত আবেগকে প্রকাশ করেছে। ভাষা সৃষ্টির আদি লগ্নে সেই প্রকাশ হয়েছে অর্থহীন কিছু ধ্বনির সাহায্যে। সেই অর্থহীন ধ্বনিপুঞ্জ, সেই সময় পূর্ণার্থক বাক্যের মতই ব্যবহৃত হতো। "পণ্ডিতেরা বলেন আদিম মানুষ উত্তেজনায় গান গাইত।"[১] আদিম মানুষ কোনও "ঘটনা দেখে অর্থহীন ধ্বনি জুড়ে দিয়ে গান"[২] গাইত। "পরে সেই গানটি গাইলেই তাদের মনে সেই ভাবচিত্রটি দ্যোতিত"[৩] হয়ে উঠত। এছাড়া প্রকৃতির বিস্ময়কর নানা ঘটনা ও রহস্য দেখেও আদিম মানুষ বিস্মিত হয়ে উঠত। উত্তেজিত হয়ে উঠত আর "আদিম মানুষের রহস্য চেতনায় কাব্যের প্রথম উন্মেষ। কাব্যের Imagery বা চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকগণ আদিম মানবের কল্পলোকে(র) কথা বলেছেন। তাদের বস্তুবিশ্বাস ও নিসর্গপ্রীতির বিশ্লেষণ করেছেন।"[৪] আর অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, "কবিরা ভাষার আদিম রূপরাজ্যে বিচরণ করতে ভালবাসেন।"[৫] কারণ আদিম ভাষার রূপরাজ্যে আছে অকপট প্রকাশ—যে প্রকাশই হল কবিতা সহ যে কোন শিল্প সৃষ্টির গোড়ার কথা। কবি (বা যে কোন শিল্পী) চান 'স্বয়ম্' বা 'আত্ম'-এর নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে, নানা কোণ থেকে অকপট প্রকাশ। আর "কবিতা লেখার পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় ব্যক্তিস্বরূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে Personality, তথা অস্মিতার কেন্দ্রে পৌঁছানো ও আপন সত্তার নিগূঢ় উন্মোচনই কবির প্রাথমিক কাজ।"[৬]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর 'অস্মিতার কেন্দ্রে' পৌঁছে, তাঁর আপন সত্তাকে উন্মোচিত করে যে লোকায়ত জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই লোকায়ত জগৎ ও জীবনই ছিল তাঁর কবিতা রচনার উৎস মূল, তারই বহিঃপ্রকাশরূপে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সারা জীবনে কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে লোকায়ত বাক্-প্রতিমা। রবীন্দ্রকাব্যে ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদ এক অসীমের ব্যঞ্জনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি রূপে বিখ্যাত করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই অসীমের দ্যোতনার পশ্চাতে আছে লোকায়ত জীবনের গভীর ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রকাব্যের দীপ্তি যতই আকাশপ্লাবী হোক না কেন, তার শিকড় গভীর ভাবে প্রোথিত আছে লোকায়ত জীবনের গভীরে। সেই কারণেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজও আমাদের এত কাছের মানুষ, আজও এত সজীব—তাঁর সৃষ্টি তাই আপামর জনসাধারণের কাছে এত গ্রহণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে লোকায়ত বাক্-প্রতিমার অনুসন্ধানে আমরা সেই সীমার মাঝে আবদ্ধ অসীমের ব্যঞ্জনাময় কবির একটি সার্বিক পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করেছি। বিক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্র বাক্-প্রতিমার আলোচনা পূর্বে হলেও সার্বিকভাবে রবীন্দ্রকাব্যের উপর এই ধরনের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। আমাদের প্রচেষ্টা সেই অসম্পূর্ণ কাজের পূর্ণতা দান।।

---

১ কবিতা রূপকল্প ও অন্যান্য : কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, মুখমঞ্জিল, ১৯৭১, পৃ-১৩
২ —ঐ— পৃ-১৫
৩ —ঐ— পৃ-১৫
৪ —ঐ— পৃ-১১
৫ —ঐ— পৃ-১০
৬ 'কবিতা ও ব্যক্তিত্ব : একটি প্রেক্ষিত', লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি : মানস রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ-২১